মারে বুকচিনের সামাজিক প্রতিবেশবাদের *ধারণাগত উপাদান অনুসন্ধান*

এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

[**সার-সংক্ষেপ :** মারে বুকচিনের সামাজিক প্রতিবেশবাদের ধারণাগত উপাদানের উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে। সমাজের আমুল মতাদর্শিক পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করতে গিয়ে বুকচিন গ্রহণ করেছেন মার্কসীয় দর্শন, বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞান, বার্ণস্টেইনের সংশোধনবাদ ও ট্রটস্কির সামাজিক সামগ্রিকতাবাদের ধারণা। পরিবেশ-প্রকৃতি তাঁর দর্শনের ভিত্তিভূমি। প্রতিষ্ঠিত পরিবেশবাদী ভাবনায় তিনি লক্ষ্য করেছেন সমাজ-বিচ্ছিন্নতা। প্রাকৃতিক জীবনের নিয়ম ও ন্যায্যতাকে তিনি সামাজিক জীবনের অনুষঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। তবে পরিবেশবাদী সকল ভাবনাকে তিনি নির্মোহভাবে গ্রহণ করেননি। সমালোচনা করেছেন, চালিয়েছেন নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা । এজন্য আমরা লক্ষ করি — ডারউইনের বিবর্তনবাদ তাঁকে যেমন প্রভাবিত করেছে, আবার এর সমালোচনা করতেও তিনি পিছপা হননি। বিশেষ করে এ তত্ত্বে যে প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন নীতির কথা বলা হয়েছে বুকচিন এর সমালোচনা করেছেন। নিবিড় প্রতিবেশবাদে তিনি লক্ষ করেছেন সমাজ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন পরিবেশবাদী চেতনা নির্মাণের এক অধি-বয়ান। এই বয়ানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিকল্প চিন্তা হিসেবে বুকচিন প্রকৃতির সঙ্গে সামাজিক জীবনের অনুষঙ্গকে অপরিহার্য করে দেখেছেন। এই দেখার শক্তিই তাঁকে প্রভাবিত করেছে সামাজিক সংকট ও প্রতিবেশগত সংকটের কারণ কী তা অনুসন্ধান করতে। তিনি সংকটের কারণ খুঁজে পেয়েছেন সামাজিক জীবন ও জীবনাচরণের উৎসমূলে। এ সংকট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বুকচিন সমাজতত্ত্ব ও পরিবেশবাদ উভয় থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। এই দুই ভাবনার আলোকে এক নয়া সমাজভাবনার প্রস্তাব করেছেন বুকচিন, যা 'সামাজিক প্রতিবেশবাদ' (social ecology) হিসেবে পরিচিত। প্রবন্ধে সামাজিক প্রতিবেশবাদের ধারণাগত উৎস অনুসন্ধানের পাশাপাশি এর একটি দার্শনিক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে।]

* **ড. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া :** প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়।

সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক কি স্থির, নাকি পরিবর্তনশীল? সামাজিক সম্পর্ক বা উৎপাদন সম্পর্কের প্রথাগত ধারায় মানুষ কীভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে? রাষ্ট্রযন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থায় পরস্পরের ভূমিকাই-বা কী? এরকম অগণিত প্রশ্নকে সামনে রেখে বিভিন্ন মত ও মতাদর্শ আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে। মার্কসীয় দর্শন সেরকমই এক মত-পথ। মার্কসবাদ প্রভাবিত দার্শনিকদের মধ্যে মারে বুকচিনের (১৯২১-২০০৬) প্রসঙ্গ নানা কারণে আলোচনায় আসছে। মার্কসের দর্শনে বুকচিন প্রথমত পেয়েছেন সমাজ বিকাশের ধারণাগত উপাদান, দ্বিতীয়ত পেয়েছেন সমতাবাদ। সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমাজ জীবনে প্রোথিত থাকা শোষণ-বঞ্চনা ও আধিপত্যের বীজ অনুসন্ধান করেছিলেন কাল মার্কস। সমাজ জীবনে সৃষ্ট এই শোষণ-বঞ্চনা ও আধিপত্য সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিনাশ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন। মার্কসের দার্শনিক বলয়ের মধ্যে থেকে বুকচিন পরিবেশ-প্রকৃতির সংকটের উৎস অনুসন্ধান করেছেন। সামাজিক সংকট ও প্রতিবেশগত সংকট উভয়ের উৎস খুঁজে পেয়েছেন তিনি সামাজিক জীবনে। এ সংকট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তিনি পরিবেশবাদী ভাবনার আশ্রয় নিয়েছেন। এই দুই ভাবনার আলোকে এক নয়া সমাজভাবনার প্রস্তাব করেছেন বুকচিন যা 'সামাজিক প্রতিবেশবাদ' (social ecology) হিসেবে পরিচিত। মানুষ, সমাজ ও অমানব প্রকৃতির পারস্পরিকতার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে তাঁর দর্শনে। মার্কস প্রভাবিত দার্শনিক হিসেবে তিনি সমাজের আমুল মতাদর্শিক পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। এই পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি মার্কসের পাশাপাশি সাহায্য নিয়েছেন বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞান, বার্ণস্টেইনের সংশোধনবাদ ও ট্রটস্কির সামাজিক সামগ্রিকতাবাদের ধারণা। সমকালীন প্রতিবেশবাদ তাঁর নয়া সমাজ ভাবনার রূপরেখা প্রণয়নে সাহায্য করেছে। পরিবেশ-প্রকৃতির বিবর্তনের সঙ্গে মানব সমাজের ইতিহাসের মেলবন্ধন থেকে তিনি পেয়েছেন নয়া সমাজভাবনার রূপকল্প। মারে বুকচিনের ভাবনার ভিত্তিতে থাকা সেইসব ধারণাগত উপাদানের দার্শনিক উৎস অনুসন্ধানের পাশাপাশি একটি সমালোচনামূলক অভিক্ষা দাঁড় করানো হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

দুই

মারে বুকচিনের নয়া সমাজ ভাবনার ধারণাগত উপাদান অনুসন্ধান

বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থায় জিইয়ে থাকা বৈষম্য ও বঞ্চনার অচলায়তন ভাঙ্গার দার্শনিক প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন মার্কস ও এঙ্গেলস (Marx, 1992 [1844], 1998 [1845], 1969 [1848])। মার্কসের আগে এ সম্ভাবনার সূত্র বপন করেছিলেন ডেভিড রিকার্ডো (Ricardo, 1963 (1817)) তাঁর মূল্য শ্রমতত্ত্বে (labor theory of value)। রিকার্ডো মনে করেছেন, পণ্য উৎপাদনে যে শ্রমসময় ব্যায় হয় তা-ই এর মূল্য নির্ধারণ

করে। একটা সময় ব্যক্তির শ্রমশক্তি পরিণত হয় পণ্যে, এ পণ্যই মূল্যের উপাদেয় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ, এই শ্রমসময়ের যারা দাবিদার তাদেরকে বহিস্করণ (exclusion) করা হয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে। বহিস্করণের মধ্য দিয়েই সামাজিক জীবনে সৃষ্টি হয় বৈষম্য ও শোষণ। রিকার্ডোর ভাবনার সঙ্গে সিসমন্দির কল্প-সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে প্রাথমিক পাঠ হিসেবে নিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। সিসমন্দি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুযোগ সৃষ্টির পক্ষে মত দিয়েছেন। 'সামর্থ্য অনুসারে কাজ, কাজ অনুসারে প্রাপ্য'— এই নীতির উপর ভিত্তি করে (Sismondi. 1991 [1819] রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশনা দিয়েছেন সিসমন্দি। সেই মোতাবেক রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে একটি শোষণহীন সমাজের রূপকল্প দাঁড় করিয়েছিলেন সিসমন্দি। মার্কস তাঁর নয়া সমাজ ভাবনায় এসব দার্শনিক উপকরণকে কাজে লাগিয়েছেন, আবার তাঁদের ভাবনার সঙ্গে কোথাও কোথাও দ্বিমত করেছেন।

মারে বুকচিন মার্কসীয় দর্শনের শোষণহীন সমাজের রূপকল্পটি লক্ষ করেছেন, তা থেকে ধারণাগত উপকরণও গ্রহণ করেছেন। নয়া সমাজ ভাবনার রূপকল্প দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি প্রথমত মার্কসের দর্শনের একটি পরিবেশবাদী পাঠ পর্যালোচনা করেছেন। মার্কস নতুন সমাজের কথা বলেছেন। নতুন সমাজের রূপকল্পের পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি অর্থনৈতিক বণ্টনে সমতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাধারণের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সামাজিক শোষণের অবসান চেয়েছেন। তাঁর সমাজ ভাবনার এই অনুষঙ্গের প্রতি বুকচিন সপ্রশংস ছিলেন, কিন্তু তাঁর দর্শনে পরিবেশবাদী পাঠ পর্যালোচনার ঘাটতি থাকায় তিনি তা সংশোধনের প্রস্তাব করেছেন। মার্কসের সাম্যবাদী সামাজিক রূপকল্পে বুকচিন খোঁজে পেয়েছেন তত্ত্বের অপূর্ণতা। তাঁর দর্শনের তিনটি অপূর্ণতা উল্লেখ করেছেন মারে বুকচিন :

এক. অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধিকে মানুষের সমৃদ্ধ জীবনের উপায় মনে করতে গিয়ে মার্কস পরিবেশের অখণ্ডতার প্রতি কিছুটা অমনোযোগী ছিলেন।

দুই. উৎপাদনের উপর সামজের সকল মানুষের সমতাভিত্তিক অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য আরো উৎপাদন ও সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি করেছেন কাল মার্কস। এরকম দাবির মানে হলো — প্রকৃতিকে বেশি প্রক্রিয়াজাত করে নিজেদেরকে আরো উৎপাদনসক্ষম জাতিতে পরিণত করা। এরকম উৎপাদন উদ্দীপনার নীতি প্রকৃতির উপর মানুষের অবাধ আধিপত্য বিস্তারকে উৎসাহিত করে থাকে।

তিন. উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তা নিরসনে কোনো সামাধান মার্কসের ভাবনায় লক্ষ করা যায় নি।

মার্কসীয় সমাজ দর্শনের উপর্যুক্ত সীমানা অতিক্রম করে মারে বুকচিন যে নয়া সমাজ ভাবনার প্রস্তাব করেছেন, তাতে পরিবেশ-প্রকৃতি গুরুত্ব পেয়েছে। পরিবেশ-প্রকৃতিতে তিনি খোঁজে পেয়েছেন নয়া সামাজিক ব্যবস্থার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক

জীবনের সারল্য ও আদর্শ হতে অর্জিত এসব শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনি যে নয়া সমাজের প্রস্তাব দিয়েছেন তারই নাম হলো জৈব সমাজ (organic society) (Bookchin, 1982 : chap 3)।

নয়া সমাজভাবনার দার্শনিক রূপায়নে বুকচিন নানাবিষয়ে মার্কসের দ্বারস্থ হয়েছেন। মার্কসের *থিসিস অন ফয়েরবাখ*-এর এগারতম থিসিসের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত দার্শনিক ব্যাখ্যায় মার্কস লক্ষ করেছেন — সমাজ নিয়ে শুধু তত্ত্বকথা। কারো দর্শনেই সমাজ পরিবর্তনের আশু কোনো নির্দেশনা লক্ষ করেননি কার্ল মার্কস। তিনি তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন সমাজ পরিবর্তনের উপযোগী করে। সামাজিক জীবনে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণ ও তার প্রতিকারের লক্ষ্যে তিনি তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়ন করতে চেয়েছেন। উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে মানুষের মানবীয় সম্পর্ককে জাগ্রত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব বলে মার্কস মনে করেছেন। কিন্তু, মারে বুকচিন এ সম্পর্ককে শুধু মানবীয় করে দেখেননি। তিনি মানবীয় সম্পর্ককে দেখেছেন সামাজিক ও প্রতিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে। তাঁর মতে, বৈষম্য ও মানবীয় সংকটের উৎস শুধু সমাজজীবনে প্রোথিত নয়, পরিবেশ সংকটের উৎসও এর মধ্যে রয়েছে। তাহলে সমাজজীবনে থাকা সংকট দূর করতে হলে পরিবেশগত সংকট দূর করাও জরুরি। এর অর্থ হলো সামাজিক জীবন ও পরিবেশগত জীবন উভয়ের মধ্যে একটি বোঝাপড়া প্রয়োজন। এই বোঝাপড়ার প্রয়াস হিসেবে তিনি জৈব সমাজের প্রস্তাব করেন। এ সংশ্লিষ্ট বোঝাপড়াকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি দুটি ভাবনাকে সন্নিবেশ করেছেন :

এক. নয়া সমাজভাবনার রূপকল্প নির্মাণে তিনি পরিবেশ-প্রকৃতির সৌহার্দ, পারষ্পরিকতা, সম্পূরক সম্পর্ক ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ প্রত্যেকটি প্রচেষ্টায় প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের স্বরূপ আবিষ্কারে রয়েছে সীমাবদ্ধতা, যা নয়া সমাজ নির্মাণের জন্য সহায়ক নয় বলে তিনি দাবি করেছেন,

দুই. প্রাচীন সমাজের জৈব-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সমাজ সম্পর্কিত অভিজ্ঞানকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

তিন

পরিবেশ সংকট ও নয়া সমাজ ভাবনা

পরিবেশ সংকট বলতে বুকচিন প্রাচীন প্রাকৃতিক জগত (pristine natural world) ও মানবীয় সংস্কৃতির (human culture) মধ্যকার ফাঁটলের কথা নিয়ে এসেছেন। প্রথমেই তিনি দাবি করেন, বনজ-ভূমি সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে রয়েছে এক দ্বৈত-বিরুদ্ধ সম্পর্ক। এই দ্বৈত-বিরুদ্ধ সম্পর্কে অমানব প্রকৃতির কোনো স্থান নেই। এজন্য তাঁর

প্রস্তাবনা হলো — আমরা যদি মানুষ ও অমানব প্রকৃতিকে সমন্বিত করে সামাজিক পরিসর নির্মাণ করতে পারি, তাহলেই সম্ভব মানব সম্প্রদায়কে অমানব প্রকৃতিতে স্থাপন করা। এতে করে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে বিরাজমান ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের ধারাটি টিকে থাকবে। কিন্তু, আর্ন নায়েসের (Naess, 1989) মতো যেসব দার্শনিক রহস্যবাদী পরিবেশ চিন্তাকে প্রকৃতি-বন্দনা (nature-worship) হিসেবে দেখেছেন, আর মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনকে অস্বীকার করেছেন, সেইসব দার্শনিকদের কাছে সমন্বিত সামাজিক প্রতিবেশবাদ একটি অহেতুক প্রকল্প।

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সমাজ ও প্রকৃতি নিয়ে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে বুকচিন গ্রহণ করেছেন মার্কসীয় সমাজবাদে অন্তর্নিহিত ধারণাগত উপাদানসমূহ। মার্কসের অন্যান্য অনুসন্ধানের মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান হলো — গোটা দার্শনিক চিন্তা, ভাববাদ ও হেগেলীয় বিষয়গত ভাববাদের নিগড়ে পরাহত। এইসব পরাহত চিন্তা মানুষের বঞ্চনা ও নিপীড়ণ নির্মুল অপেক্ষা তা জিইয়ে রাখার পক্ষে কাজ করছে। পর্যালোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি দেখিয়েছেন, জার্মানীর প্রভাবশালী দার্শনিক স্টিরনারও (Stiernaer, 2000, Stepelevich, 1979, 1985) দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন ধর্মীয় চৈতন্যের খোলসের মধ্যে ফেলে। এই খোলসে স্থান পেয়েছে — নৈতিক ধারণা, রাজনৈতিক ভাবনা, আইন, দর্শন ও অধিবিদ্যা। পুরনো হেগেলপন্থীদের মতোই নতুন হেগেলপন্থীরা হেগেলের চিন্তাকে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এই মরিয়া প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাঁরা একই সুতোয় বাঁধতে চেয়েছেন রাজনীতি, দর্শন ও নৈতিকতাকে। অধিবিদ্যার চোরাগলি থেকে দর্শনকে সুরক্ষার জন্য মার্কস খুঁজে পেয়েছেন, "আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসার অবরোহাত্মক ধারা।" মার্কসের দর্শন প্রসঙ্গে বুকচিনের সিদ্ধান্ত হলো :

এক. মার্কস তাঁর দর্শনে মাটি থেকে শুরু করেছেন। আকাশ তাঁর দর্শনে নেই। এখানে মাটি হলো বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান, আর আকাশ হলো ধারণাগত ভাব। চিন্তার এ হলো বস্তুবাদী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন বাস্তব ও সক্রিয় মানুষ, একই সঙ্গে এ মানুষের বাস্তব জীবন পদ্ধতিকে। এখানে ধারণা, কল্পনা কিংবা ভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে নি।

দুই. মার্কসের দ্বিতীয় আবিষ্কার হলো — সমাজ, মানুষ ও তার বস্তুগত উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে মানুষের চৈতন্যের আঙ্গিক অনুসন্ধান করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। চৈতন্যের এই আঙ্গিক অনুসন্ধানকে মার্কস দেখেছেন একটি ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবে। কারণ ধর্ম, চৈতন্য, অধিবিদ্যা ও ভাবাদর্শ এসবের আলাদা কোনো ইতিহাস নেই, বিকাশ নেই। বরং, মানুষ তার বস্তুগত উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কের মেলামেশার মধ্য দিয়ে বদলে ফেলতে চেয়েছে তার "চিন্তা ও চিন্তার উপাদানসমূহ"।

এজন্য চিন্তার আগে বস্তু ও মানুষ, চিন্তা হলো তার প্রতিবর্তিত অবস্থা। উপর্যুক্ত ভাবনা থেকে মার্কস সিদ্ধান্তে আসেন :

১. চৈতন্য বা ভাব দিয়ে মানুষ ও বস্তুজগতকে বোঝা যাবে না, বরং মানুষ নিজেই তার চৈতন্য নির্দিষ্ট করে দেয়,

২. বাস্তব জীবনের স্বাতন্ত্র্যকে বুঝতে হবে মানুষের সমাজ, তার উৎপাদন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এরই ধারাবাহিক ঘাত-অভিঘাতের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয় চৈতন্যের ধারা।

উপর্যুক্ত আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মার্কস দাবি করছেন, মানুষ, তার চৈতন্য ও সমাজকে বুঝতে পারলেই বুঝতে পারবে সমাজে অস্তিত্বশীল বঞ্চনার অন্তর্নিহিত স্বরূপটি। দর্শন, সমাজতত্ত্ব তথা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এ স্বরূপটি বোঝার কোনো প্রয়াস ইতোপূর্বে লক্ষ করা যায় নি। এজন্যই মার্কস বলেছেন, "এ পর্যন্ত দার্শনিকরা শুধু জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রয়োজন তাকে পালটানো" (Marx & Engels, 1976 [1888] : 11^{th} Thesis : 61-65)। মার্কসের মতে, সমাজে জিইয়ে থাকা শোষণ-বঞ্চনার স্বরূপ, তার উৎস ও কারণ নিয়ে পূববর্তী দার্শনিকরা ভাবেন নি। মার্কস যা ভেবেছেন সেই ভাবনার আলোকে তিনি দেখেছেন — কীভাবে তত্ত্বকে তৎপরতায় পরিণত করা যায়। এ পরিণতি হলো দীর্ঘদিনের টিকে থাকা সামাজিক শোষণের অবসান। এটি প্রচলিত সামাজিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের আমুল মতাদর্শিক পরিবর্তন। নয়া সমাজ ভাবনা নির্মাণে মার্কসের প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাঁর দর্শনের ঋজু দিকসমূহও বুকচিনের দৃষ্টি এড়ায়নি। বুকচিন উল্লেখ করছেন :

এক. অর্থনীতি বিষয়ে মার্কসের বিশ্লেষণ খুবই যুক্তিযুক্ত। মানুষ, সমাজ ও তার চিন্তার প্রচলিত গদবাধা ভারে আমাদের একাডেমিক জ্ঞানকাণ্ড, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি দারুণভাবে ভারাক্রান্ত। মার্কসই প্রথম সমাজের এই ভারাক্রান্ত ও ঋজু দিকসমূহ সনাক্ত করে চিন্তার অচলায়তন ভাঙ্গার ডাক দিয়েছেন। সমাজ, মানুষ, মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা ও ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি উদঘাটন করেছেন সমাজের সঙ্গে মানুষের নিপীড়ণমূলক সম্পর্কের স্বরূপ। এতোসব কিছুর আড়ালে তিনি মার্কসীয় সমাজবাদে লক্ষ করেছেন একটি একরোখা রূপ, যাতে স্থান পায়নি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সংহতি, আন্তঃসম্পর্ক ও সম্প্রীতির ধারণা।

দুই. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশীদারিত্বের পাশাপাশি এই উৎপাদনের আদি সূত্র পরিবেশ-প্রকৃতির প্রতিও সংবেদনশীল হওয়া উচিত। বুকচিন মানুষ, প্রকৃতি ও এদের পারষ্পরিক সম্পর্কের সূত্রকে প্রাধান্য দিয়ে প্রস্তাব করেছেন আলোকিত মানবতাবাদের (enlightened humanism)। একতরফা সামাজিক মানবতাবাদ থেকে

তা আলাদা। একে তিনি কখনো প্রতিবেশগত মানবতাবাদ (ecological humanism) হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

চার

বুকচিনের ভাবনায় দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

প্রবন্ধের শুরুতেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, বহুমাত্রিক দর্শন ও রাজনৈতিক মতাদর্শ বুকচিনের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ — এ সময় বুকচিন নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন ট্রটস্কির (Trotsky, L. 1969 9[1931]. Anderson, 1963)[১] চিন্তার সঙ্গে। প্রতিনিয়তই তিনি অগ্রসর হয়েছেন নিজের সনাতন অবস্থানের সঙ্গে বোঝাপড়া, দ্বন্দ্ব, গ্রহণ ও বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে। অভিবাদন জানিয়েছেন অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর চিন্তাকে। চল্লিশের দশকে এসে বুকচিন পরোক্ষভাবে যুক্ত হন *Contemporary Issues* (*Dinge der Zeit*) পত্রিকাভিত্তিক আন্দোলন : *ডেমিক্রেসি অব কনটেন্টের* সঙ্গে। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আরেকজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক যোশেফ ওয়েবার। ওয়েবারের সংস্পর্শে এসে তিনি নিজেকে পরিণত করেন একজন অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (participatory democracy) ও সমতাবাদী (egalitarian) ধারার পুরোধা হিসেবে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে বুকচিন উদারবাদী সমাজতন্ত্রী (libertarian socialist) হিসেবে তৎপর হয়ে উঠেন। এই তৎপরতার অংশ হিসেবে তিনি মার্কসবাদ, সামাজিক নৈরাজ্যবাদেও যৌক্তিকতা নিয়ে জার্মান *Dinge der Zeit* (*Contemporary Issues*) জার্নালে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর ভাবনায় অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদিতার কারণে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন সেসময়ের প্রচলিত ভাবনার একরৈখিকতা। এই অতিক্রমের মাধ্যমে ৬০ এর দশকে আত্মপ্রকাশ করেন একজন বিতর্কিত নৈরাজ্যবাদী চিন্তক (controversial anarchist thinker) হিসেবে।

অনেক দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের চিন্তা থেকে দার্শনিক নির্যাস গ্রহণ করেছেন মারে বুকচিন। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন বিভিন্ন দার্শনিকদের সমাজতত্ত্ব, পরিবেশ ভাবনা, বিজ্ঞান, রাষ্টতত্ত্ব ও দর্শন দ্বারা। আবার সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার প্রতি তিনি প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন। গ্রহণ ও বর্জনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তিনি

---

১. ভ. ই লেনিনের বিপ্লবী সহযোগী, দার্শনিক তাত্ত্বিক বার্ণস্টেইন হলেন ট্রটস্কি। লেনিনের মৃত্যু পরবর্তী বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের মতপথ নিয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তিনি মেক্সিকো নির্বাসিত হন। স্ট্যালিনের ‘এক দেশে সমাজতন্ত্র’ নীতির পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন সমাজতন্ত্রকে আন্তর্জাতিকরণে এগিয়ে আসা। এর ভিন্ন ভাষ্য হিসেবে তিনি অব্যাহত বিপ্লবের (permamnent revolution) নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

তাঁর সমাজ সম্পর্কিত ভাবনার উন্নতি সাধন করেছেন। প্রশ্ন হলো : বুকচিন কী মার্কস দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন? নাকি ট্রটস্কিপন্থি তাত্ত্বিক যোশেফ ওয়েবার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন? বুকচিনের চিন্তার ধারাকে বুঝতে হলে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। যদি এ প্রভাবকে প্রমাণ করা যায় তাহলে বুকচিনের দর্শনে মার্কস ও ওয়েবারের দর্শনের ধারণাগত উপাদান রয়েছে বলে দাবি করা সহজ হবে। এ প্রসঙ্গে আলোচনাটি লক্ষ করা যাক।

ওয়েবারের জীবনীকার লিনডেনের আলোচনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। তিনি উল্লেখ করছেন, ১৯৭১ সালের বুকচিনের প্রকাশিত গ্রন্থ *Post-Scarcity Anarchism* (Bookchin, 1971) উৎসর্গ করেছেন যোশেফ ওয়েবারকে। পঞ্চাশের দশকে ওয়েবার যে ইউটোপিয় রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন বুকচিন তার পুনর্বিন্যাস করেছেন উক্ত গ্রন্থে। লিনডেন দাবি করছেন, মারে বুকচিনের জীবনীকারদের অনেকেই তাঁর Democracy of Content আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। উক্ত আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন ওয়েবার। ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ এ সময় পর্যন্ত বৃটেন, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী ও দক্ষিণ আফ্রিকায় চলমান এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনটি পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মীরা মিলে প্রকাশ করেছিলেন *Contemporary Issues* (*Dinge der Zeit*) *পত্রিকা*। ১৯৪৭ সালে পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের বাতাস ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে। পত্রিকা ও আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে যিনি ভেবেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি যোশেফ ওয়েবার। পত্রিকার ১৯৫০ সালের প্রকাশিত *The Great Utopia* এর মাধ্যমে Democracy of Content গোষ্ঠীর চিন্তাধারা পরিপূর্ণতা পায়। তিনি মেলবন্ধন করতে চেয়েছেন পশ্চিমা ধারার সংসদীয় গণতন্ত্র ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মধ্যে। মার্কসের 'শ্রেণি সংগ্রামের' ধারণার পরিবর্তে 'সংখ্যাধিক্যের বিপ্লবের' উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন ওয়েবার। ওয়েবারের এই ভাবনা বুকচিনকে প্রভাবিত করেছে। এখানেই মার্কসীয় ভাবনার সঙ্গে বুকচিনের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

লিনডেন বলছেন, ত্রিশের দশকে ওয়েবারও শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে কথা বলেছেন। *Post-Scarcity Anarchism* গ্রন্থে একই আলোচনার সূত্রপাত করেছেন মারে বুকচিন, যার অর্থ হলো শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম নিয়ে ওয়েবার থেকে নতুন কিছু বলেননি তিনি। ভাষা বৈচিত্র্য ও যুক্তিবিন্যাসের পার্থক্য ছাড়া তাতে নতুন কিছু নেই। এর অর্থ হলো ওয়েবারের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সঙ্গে বুকচিনের যোগাযোগ ছিলো। এই যোগাযোগটি গড়ে উঠেছিলো ওয়েবারের সম্পাদিত *Contemporary Issues* (*Dinge der Zeit*) জার্নালের মাধ্যমে। উক্ত যোগাযোগ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওয়েবারের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে বুকচিনের

পরিচয় ছিলো। এই পরিচয় থেকেই তিনি তাঁর সামাজিক প্রতিবেশেবাদী ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

নয়া সমাজ ভাবনা নির্মাণে ওয়েবার থেকে কোনো ধারণাগত উপাদান বুকচিন নিয়েছেন কী-না তা নিয়ে জীবনীকার লিনডেনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন জেনেট বিহেল (Biehl, 1997)। জেনেট বিহেল একাধারে বুকচিনের শিক্ষার্থী ও জীবনীকার। বেশ জোরোসোড়ে তিনি দাবি করেছেন যে, বুকচিনের গোটা প্রজেক্ট ওয়েভার থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে তাঁর পরিবেশবাদী ভাবনা। আমরা লক্ষ করে দেখব, পরিবেশবাদী ভাবনার ক্ষেত্রে বুকচিন ওয়েবার থেকে উন্নত ও বিকশিত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিহেল যে তথ্যসূত্র দিচ্ছেন তা দেখা যাক : পরিবেশ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়েবার ১৯৫০ সালের দিকে লিখেছেন *The Great Utopia*। আমেরিকাসহ গোটা পৃথিবী জুড়ে কেন ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিবেশ সংকটের কারণ কী, এসব নিয়ে তিনি একটি আলোচনা দাঁড় করাতে চেয়েছেন এ রচনায়। ওয়েবার তাঁর এই আলোচনায় আমেরিকা প্রবাসী ভিয়েনার চিকিৎসক বার্নাড এসক্লারের *The Art of the Healer* গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র নিয়েছেন। এই তথ্যসূত্রের আলোকে তিনি দেখান যে, ক্যান্সারের উৎস হলো রাসায়নিক উপাদান (Zander, 1950)। ওয়েবারের গ্রন্থটি প্রকাশের ঠিক দুই বছর পর বুকচিন লিখেছেন *The Problem of Chemicals in Food*। উক্ত রচনায় জোরালোভাবে বুকচিন দেখান যে, ক্যান্সারের কারণ শুধু রাসায়নিক উপাদান নয়, বরং রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য পরিবেশগত শর্তসমূহও রয়েছে। যেমন, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, এক্স-রেডিয়েশন, দূষক ও খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদিও ক্যান্সারের কারণ। বাইল দাবি করছেন, বুকচিনের এ রচনাটি যথেষ্ট বিকশিত ও মানসম্মত। কোনো সরলীকরণ, কিংবা সহায়ক গৌণ তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে তিনি এ দাবি করেন নি। পরিবেশবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে তাঁর যুক্ততার কারণে দাবিসমূহ আরো যৌক্তিক ও দার্শনিক মাত্রা পেয়েছে। এ সমৃদ্ধি তার তথ্যকে দার্শনিকতায় পরিণত করেছে। এখানেই ওয়েবারের সঙ্গে বুকচিনের পার্থক্য।

Contemporary Issues জার্নালকে কেন্দ্র করে ওয়েবার যে ভাবনার বিকাশ ঘটিয়েছেন তা থেকে বুকচিন বের হয়ে এসেছেন ১৯৬২ সালে। এই ভিন্নতার আঙ্গিকে তিনি লিখেছেন *Our Synthetic Environment* গ্রন্থটি। বিশেষ করে আমেরিকান ও ইউরোপীয় বাস্তবতায় লেখা এই গ্রন্থে তিনি দাবি করছেন যে, কৃত্রিম উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবেশ ও মানুষ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। অথচ সংশ্লেষিত পরিবেশ (Synthetic Environment*)* ভাবনা ও বিজ্ঞান অমানব প্রকৃতির স্বার্থ অপেক্ষা মানুষের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষ তার স্বার্থ পরিবৃদ্ধির জন্য যে সংশ্লেষিত জ্ঞান ও প্রচেষ্টার বিকাশ ঘটিয়েছে, তার সঙ্গে ঘোরতর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে মানবীয় স্বাস্থ্যের। যেমন, মানুষের

বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, ব্যাপক শিল্পায়ন ও যন্ত্রনির্ভিরতা। আমাদেরকে বেশি মনোযোগ দিতে হচ্ছে কমিউনিটির বিশুদ্ধ জলসেবনের সুযোগ সৃষ্টি অপেক্ষা শিল্প-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনের দিকে। মনোযোগ দিতে হচ্ছে প্রাণ ও প্রকৃতি সুরক্ষার জন্য আইন তৈরি অপেক্ষা মার্কেট নিয়ন্ত্রণের ভয়ানক আইন প্রণয়নে। এসব করতে গিয়ে আমরা ভুলে গেছি সমাজ ও মানুষের কল্যাণ সাধনের কথা। সুতরাং, সিনথেটিক এনভায়রনমেন্ট কার্যত আমাদের স্বাস্থ্য ও মনোযোগ দুটিকে বিপন্ন করে তুলছে। সিনথেটিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রাসায়নিক উপাদানের আধিক্য, আমাদের খাদ্যের অর্গানিক মূল্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

উপর্যুক্ত বিতর্কে জেনেট বিহেল (Biehl,1997) আরেকটি বক্তব্য লক্ষ করা যেতে পারি। এ বক্তব্যে তিনি মূলত জীবনীকার লিনডেনের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছেন। লিনডেনের "The Prehistory of Post-Scarcity Anarchism" (Linden, 2001) প্রবন্ধের সূত্র ধরে এ বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি দাবি করছেন, যোসেফ ওয়েবার দ্বারা বুকচিন প্রভাবিত ছিলেন। ২০১৪ সালে প্রকাশিত *Ecology or Catastrophe: The Life of Murray Bookchin* গ্রন্থে জেনেট বিহেল লিনডেনের দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আলোচনা থেকে লিনডেন সিদ্ধান্তে এসেছেন, ওয়েবারের *The Great Utopia* বিবৃত আট কর্মসূচি, আর বুকচিনের *Post-Scarcity Anarchism* গ্রন্থে বর্ণিত ধারণার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। বুকচিনের *Post-Scarcity Anarchism* (1971a : 120, 122, 180) গ্রন্থে বিবৃত চিন্তার সারসংক্ষেপ কার্যত ওয়েবারের *The Great Utopia* গ্রন্থেরই প্রতিবিম্ব। লক্ষ করা যাক :

এক. কোনো সমাজের আমুল বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য একমাত্র শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ট নয়। তবে শ্রেণি-সংগ্রামের যে চিরায়ত তাৎপর্য তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নয়। কিন্তু, পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার সঙ্গে শ্রমিকদের একনিষ্ঠ আত্মিকরণের ফলে শ্রেণি সংগ্রামের ধারণা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। সুতরাং, পুঁজিবাদকে মোকাবেলা করতে হলে শ্রেণি-সংগ্রামের ধারণাকে আরো বিকশিত করতে হবে।

দুই. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বহাল রাখার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ তার ব্যবসায়িক স্বরূপের[২] সর্বোচ্চ বিকাশমান অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে। একই সঙ্গে এই ব্যবসায়িক কর্মসূচিতে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রও যুক্ত হয়েছে। এতে করে রাষ্ট্রের পরিচর্যায় ব্যবসায়ীরা পরিপুষ্ট হচ্ছে। এই পরিপুষ্টি নিয়ে 'ব্যবসা' ও 'পুঁজি' উভয়ই অর্জন করেছে একচেটিয়া চরিত্র (মনোপলিস্টিক ফরম)। একচেটিয়া ব্যবসা ও তা থেকে অর্জিত মুনাফাই সামাজিক শোষণের অন্যতম কারণ।

---

২. পুঁজিবাদের এ স্বরূপটি হলো মার্কেন্টাইলভিত্তিক।

তিন. সামাজিক সংকটের মতো পরিবেশ সংকটও গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা পরিবেশগত সংকটের কারণসমূহ উদঘাটন করছেন নিরেট পরিবেশের মধ্যে। অথচ পরিবেশগত সংকটকে সনাক্ত করতে হলে সামাজিক জীবনের সংকটসমূহ বুঝা জরুরি। সমাজ জীবনে জিইয়ে থাকা নিপীড়ণ, বৈষম্য কার্যত প্রাকৃতিক-পরিবেশের প্রতি নিপীড়ণ করার মনস্তাত্ত্বিক উৎসাহ সৃষ্টি করে। এজন্য বুকচিন দাবি করছেন — সমাজের নিপীড়ণমূলক সংস্থাসমূহের মধ্যে স্ববিরোধের কারণ থেকে প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সৃষ্টি।

চার. সামাজিক বিন্যাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যে ক্রমধাপায়ন (hierarchy) অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তা, সামাজিক জীবনে চরম নেতিবাচক মানসিকতার সৃষ্টি করে। এ নেতিবাচক মানসিকতা বস্তুনিষ্ঠ অর্থে সমাজের ইতিবাচক বিকাশের সম্ভাবনাকে বানচাল করে দেয়।

পাঁচ. বুকচিন নতুন ধারার অগ্রগামী সংস্থার অনুসন্ধান করেছেন। এসব অগ্রগামী সংস্থার প্রসারের জন্য প্রত্যেক সমাজের বাসিন্দাদের স্ব-উদ্যোগে নিজেদেরকেই ভূমিকা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কোনো ভাগ্য দেবতা নেই যিনি বাইরে থেকে এসে তা পালটে দিবেন। মানুষকেই তার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সমাজকে পাল্টাতে হবে।

ছয়. নয়া সমাজ ব্যবস্থার জন্য তিনি *Polis Model*[৩] এর প্রস্তাব করেছেন। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এমন একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো কিংবা পপুলার এসেম্বলি যা পরিচালিত হবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দ্বারা। বুকচিন এ গণতন্ত্রের নাম দিয়েছেন face-to face democracy। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটিই হতে পারে সামাজিক জীবনের সঠিক ও যথার্থ ব্যবস্থাপনা।

সাত. ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পক্ষেই সম্ভব একটি 'বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ' নির্মাণ করা। এ সমাজে উচুঁমাত্রার উৎপাদন সক্ষমতা থাকবে। কোনোপ্রকার সময়ক্ষেপণ বা ক্ষতি না করে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। এ উৎপাদন সক্ষমতা সমাজে বৈষম্য কিংবা শোষণ সৃষ্টি করবে না।

লিনডেনের দাবি যথার্থ নয় বলে দাবি করছেন বিহেল (Biehl, 1997)। কারণ ওয়েবার যেমন বুকচিনের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছেন, আবার বুকচিনের অনেক ভাবনাও ওয়েবারকে প্রভাবিত করেছে। দু'জনই পরষ্পরের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই মডেলটি মূলত অংশদারিত্ব, পরার্থপরতা, সহযোগিতা ও সৌহার্দকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কোনো কমিউনিটির কল্যাণ, এর নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক ও আন্তরিকতার মনোভাব কীভাবে উন্নত করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে। জনস্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে স্পষ্টত পার্থক্য দাঁড় করিয়ে থাকে। এই পার্থক্যে জনস্বার্থের পক্ষে অবস্থান নেবার প্রস্তাব করে।

জেনেট বিহেল ও লিনডেন উভয়ের অভিমতকে যদি গুরুত্ব দিই তাহলে এটাই বলতে হবে যে, মারে বুকচিনের উপর ওয়েবারের প্রভাব ছিলো। এই প্রভাব পরম্পরের উপর সমানভাবেই প্রযোজ্য ছিলো। বিশেষ করে সামাজিক পরিবর্তন, শ্রেণি বিবেচনা ও বিপ্লবের কৌশল প্রশ্নে তিনি এ অবস্থান নিয়েছিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক ভাবনাকে বুকচিন প্রত্যক্ষভাবে ধারণাগত উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সামাজিক ও প্রতিবেশিক ভাবনার মধ্যে মেলবন্ধন করার প্রাথমিক তথ্যসূত্র তিনি পেয়েছেন কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শনে। তবে তিনি ট্রটস্কির উদার নৈরাজ্যবাদের (libertarian anarchism) প্রতি ঝুঁকে ছিলেন। ট্রটস্কির ভাবনাকে তিনি উদার মিউনিসিপিলিজমে (libertarian municipalism) রূপ দেন। আবার, পরিবেশ, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নয়া সমাজের রূপরেখা দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি মার্কসের দ্বন্দ্ববাদী রীতিকে অনুসরণ করেছেন। জেনেট বিহেলও এ দাবি করেছেন (Biehl, 1997 : 123)।[৪] এ দাবির উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন, পরিবেশগত সমস্যার কারণ হিসেবে রয়েছে মানুষের উপর মানুষের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থিরকৃত আধিপত্য। বুকচিনের উপর মার্কসের ভাবনার প্রভাব নিয়ে বিহেলের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বিহেল বলছেন, হেগেলের দার্শনিক রূপকল্পের উত্তরাধিকার হলেন মার্কস। আর মার্কসের দার্শনিক চিন্তার উত্তরাধিকার নিয়েছেন বুকচিন (Biehl, 1997 : 124)। একইভাবে মানবতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের প্রতি মার্কসের যে প্রতিশ্রুতি তাও বুকচিন গ্রহণ করেছেন।

শহর ও গ্রাম ভাবনা নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস যে অবস্থান নিয়েছেন বুকচিন তা গ্রহণ করেছেন দার্শনিক চিন্তার ধারণাগত উপকরণ হিসেবে। তাঁদের বিভিন্ন রচনায় মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনই দেখিয়েছেন শহর ও গ্রামের মধ্যে রয়েছে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক। মার্কস এ বিরোধকে উল্লেখ করেছেন "বস্তুগত ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিরাজমান বিভাজন"[৫] হিসেবে। এই বিভাজনই শহর থেকে গ্রামকে আলাদা করে। আবার শহর ও গ্রামের মধ্যে এই বিভাজন শুরু হয়েছে বর্বরতা থেকে মানুষের সভ্যতার দিকে, গোত্র থেকে রাষ্ট্রে, আঞ্চলিকতা থেকে জাতিগঠনের দিকে অভিযাত্রা হিসেবে (Marx and Engels , 1998 [1846])। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে সভ্যতার ইতিহাসের শুরু থেকে। এঙ্গেলস বলছেন, শহর ও নগরের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তা ক্রমশ বাড়ছে। তবে শিল্প পুঁজির দৌরাত্ম্য শহর থেকে গ্রাম অভিমুখিতা লক্ষ করার মতো। তারপরও সমসাময়িক বায়ু, জল ও মাটির যে দূষণ ত্বরান্বিত হচ্ছে তা নিরসনের জন্য শহরের সঙ্গে গ্রামীণ

---

৪. "the dialectical approach of Marx in order to transcend Marxism itself dialectically," (Biehl, 1997 : 123).

৫. The greatest division of material and mental labour

জীবনাচরণের সংমিলন প্রয়োজন। গ্রামের সঙ্গে শহরের যে যোজন যোজন পার্থক্য তার অবসান করা কল্পকথা নয়। এমনকী শহরে যে শিল্পকাখানা গড়ে উঠেছে তার উৎপাদনকে বৃহত্তর পরিসরে গোটা শহর ও গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সুষ্ঠু ও সমানভাবে বণ্টন করা সম্ভব। কিন্তু, আমরা যদি উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশে নগর সভ্যতার ঐতিহ্য ও ধারাকে গ্রহণ করি তাহলে উদ্ভূত পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা দূর করা আরো দুরূহ হয়ে পড়বে। মার্কস ও এঙ্গেলসের এই ভাবনা বুকচিনকে প্রভাবিত করেছে। পরিবেশগত পরিবর্তনকে বুঝতে হলে এই পর্যবেক্ষণকে উপলব্ধি করা জরুরি। এই উপলব্ধির নিরিখে বুকচিন তাঁর নয়া সমাজ ভাবনার রূপরেখা দাঁড় করিয়েছেন।

বুকচিনের দুটি গ্রন্থ *The Problem of Chemicals in Food* ও *Our Synthetic Environment* পাঠ করলে তাঁর দার্শনিক ভাবনা সম্পর্কে আমরা যা অনুমান করতে পারি তার সারসংক্ষেপ হলো : ক. জীববিজ্ঞান ও পদার্থিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে বুকচিনের জ্ঞান ছিলো অগাধ ও নিখুঁত। আবার সামাজিক তত্ত্বের পাঠ নিতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবন সংগ্রাম ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন মার্কসীয় দর্শন দ্বারা। উভয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সম্মিলনে তিনি সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে একটি যুগপৎ ঐক্য আবিষ্কার করেছেন। এ ঐক্যের প্রতিফলই আমরা লক্ষ করি তাঁর দর্শনে। বুকচিন মূলত এই ঐক্যের ধারণা নিয়েছেন তাঁর সমাজতত্ত্বের সঙ্গে পরিবেশবাদী ভাবনা মিলিয়ে। এই ভাবনার জন্য তিনি ওয়েবারের কাছে ঋণী নন। ঋণের কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে বলতে হবে যে, বুকচিন তাঁর প্রতিবেশবাদী চিন্তা বিকাশে প্রভাবিত হয়েছিলেন চার্লস এস এলটনের (Elton, 2001 [1927]) ভাবনা দ্বারা, যোশেফ ওয়েবার দ্বারা নন। বরং ওয়েবার চক্র থেকে বের হয়ে ইংলিশ প্রতিবেশবাদী এলটনের *The Ecology of Invasions* গ্রন্থ ও একইভাবে এডওয়ার্ড হাইমস এর *Soil and Civilization* দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর জৈব সমাজের ধারণায় অন্তর্নিহিত ভাবটি এসব পরিবেশবাদী ভাবনা থেকে প্রাপ্ত।

তবে তিনি পরিবেশবাদের দিকে যতোটা ঝুঁকেছেন, ঠিক সেই মাত্রায় মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন নি। মার্কসীয় সামাজিক শ্রেণির ধারণা, অর্থব্যবস্থায় সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে মার্কসের ব্যাখ্যাকে তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রশ্ন হতে পারে বুকচিন কেন মার্কসবাদ থেকে খানিকটা বের হয়ে এসেছেন? যুক্তি হিসেবে তিনি পৃথিবীর নানা জায়গার শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। পুঁজিবাদী সুযোগ-সুবিধার কারণে শ্রমিকের মানসিকতা, রুচি ও চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনের এই সাম্প্রতিক চেহারা না বোঝে কখনোই সফল বিপ্লব বা আন্দোলন সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই গোটা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন কার্যত কোনো পরিণতি লাভ করছে না।

পাঁচ

দর্শন হিসেবে সামাজিক প্রতিবেশবাদ

সমাজতত্ত্ব ও পরিবেশবাদ কোনোটিকেই বুকচিন আলাদা করে বিশ্লেষণের বিষয় করেন নি। তিনি প্রকৃতিকে বোঝার মধ্য দিয়ে সমাজকে বুঝেছেন। এজন্য তাঁর সমাজ দর্শনের সোপান হিসেবে ছিলো পরিবেশবাদী ভাবনা। এ দুইয়ের সংমিলনে তিনি যে সমাজের রূপরেখা দাঁড় করিয়েছেন তাই *সামাজিক প্রতিবেশবাদ।* প্রাসঙ্গিক কারণে আমরা জেনে নিতে পারি *সামাজিক প্রতিবেশবাদ* কী? বুকচিনের সামাজিক প্রতিবেশবাদের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আধ্যাত্মিক যান্ত্রিকতাবাদ (spiritual mechanism) ও নগ্ন জৈবকেন্দ্রিকতাবাদের (crude biologism) প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন এক মতাদর্শ উপস্থাপন করা। এ মতবাদ তাওবাদ, বৌদ্ধবাদ, খ্রিস্টিয় ও শামানিস্টিক প্রতিবেশবাদী প্রভাব থেকেও মুক্ত। যেমনটি আমরা লক্ষ করেছি নিবিড় প্রতিবেশবাদে (deep ecology)। তবে বুকচিনের সামাজিক প্রতিবেশবাদের সঙ্গে প্রকৃতিবাদের যে সংসক্তি তা বিবর্তনবাদ ও প্রাণমণ্ডল ধারণার আলোকে তিনি বিন্যাস করেছেন। সমাজ ও প্রকৃতি, একই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ব্যাখ্যায় তাই সামাজিক প্রতিবেশবাদ হলো নিরেট প্রকৃতিবাদী। প্রকৃতিবাদী ভাবনায় তিনি যে বিবর্তনের রূপরেখা খোঁজে পেয়েছেন তাতে নেই কোনো ঐশী সত্তা, তথা অতীন্দ্রিয় ধারণার উপর নির্ভরশীলতা। দার্শনিকভাবে এ মতবাদের বিকাশে পাশ্চাত্য অর্গানিজমিক ট্রাডিশনকে কাজে লাগানো হয়েছে। পাশ্চাত্য অর্গানিজমিক ট্রাডিশন চালু হয়েছে হিরাক্লিটাসের মাধ্যমে, পরবর্তী সময় এরিস্টটল ও হেগেলের দ্বন্দ্ববাদও এর বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। পাশ্চাত্য অর্গানিজমিক ট্রাডিশনের সঙ্গে তিনি রসদ হিসেবে নিয়েছেন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিরায়ত সমালোচনার ধারা। বিশেষ করে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সমালোচনা ও হাইডেগারের প্রিমিটিভিস্টিক মিস্টিসিজমকে।

সমাজতাত্ত্বিকভাবে বুকচিনের মতবাদ শুধু আমুল মতবাদ হিসেবেই পরিচিত নয়, বরং বুকচিন নিজেও একে উল্লেখ করেছেন বিপ্লবী মতবাদ হিসেবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবনার তাত্ত্বিক পরিসরে যেখানেই ক্রম-ধাপায়নের (heirarchy) স্বীকৃতি রয়েছে তার সবকয়টি মতবাদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিশেষ করে নিউ ম্যালথাসিয়ান এলিটিজম, ডেভিড ফোরম্যানের প্রতিবেশ-নির্মমতাবাদ (eco-brutalism), একইসঙ্গে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে ডেভিড এহরেনফেল্ডের (Ehrenfeld, 1978 : 207-211) নিবিড় সমালোচনা লক্ষ করা যায় তাঁর আলোচনায়। তবে তিনি সামাজিক প্রতিবেশবাদের ভিত্তি নির্মাণে প্রতিবেশ-নৈরাজ্যবাদী পিটার ক্রোপোটকিনের দর্শন (Kropotkin, 1968, 2004), কার্ল মার্কসের আমুল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ, আলোকদীপ্তির প্রবক্তা ডেনিস ডিডেরটেরের (*Diderot,*1914 & 1916) সামাজিক বিবর্তনবাদী ধারা, ইমা গোল্ডম্যান (Goldman,1969 [1911], Glassgold,

2001) ও ই. এ. গাটকাইন্ডসহ (Gutkind, 1954.) আরো অন্যসব প্রতিবেশবাদীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও কাজে লাগিয়েছেন।

সমকালীন বিজ্ঞান সম্পর্কে বুকচিনের বক্তব্য হলো — প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ করা অপেক্ষা কীভাবে তাকে ভোগ-উপযোগী করা যায় সে লক্ষ্যে নতুন নতুন জ্ঞান নির্মাণই এর কাজ। এসব নির্মিত জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত পরিবেশই হয়ে পড়েছে সিনথেটিক পরিবেশ। এই সংশ্লেষিত পরিবেশ প্রকারান্তরে মানুষের জন্য ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ চাইলেও প্রাকৃতিক জীবনে ফিরে যেতে পারছে না। ইচ্ছা করলেও প্রকৃতিসম্মত জীবন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। উপর্যুক্ত বিবেচনাকে সামনে রেখে বুকচিনের মূল্যায়ন হলো — সাময়িক সুখ ও প্রহ্লাদের জন্য আমরা প্রকৃতিকে নিষ্পেষণ করছি, এ নিষ্পেষণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে বিষিয়ে তুলছি, তাকে বিপন্ন চরিত্র প্রদান করছি। এই বিপন্নতা একদিকে সামাজিক পরিবেশ, অন্যদিকে মানুষের স্বাস্থ্যগত বিপন্নতাকে সংকটাপন্ন করে তুলছে। এই সংকট অবসানের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

বস্তুত বুকচিনের সামাজিক তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে উদারতাবাদ (liberalism) ও মার্কসবাদের সংশ্লেষণের মাধ্যমে। *Anarchism, Marxism and the Future of the Left* গ্রন্থে বুকচিন এর ছাপও রেখেছেন। মার্কসের পুঁজি গ্রন্থে বর্ণিত বিশ্লেষণ ও জ্ঞানের প্রতি বুকচিনের সহমত লক্ষ করা যায়। তাঁর কিছু রচনায় এর স্পষ্ট উল্লেখও রয়েছে। অথচ আশির দশকের দিকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখায়ঃ "On neo-Marxism, Bureaucracy and the Body Politic" ও "Marxism as Bourgeois Sociology" । আবার মার্কসবাদের প্রতি ক্রিটিক্যাল হবারও ইঙ্গিত পাই। সর্বোপরি মার্কসবাদের প্রতি এক নির্মোহ আস্থা ও এর যৌক্তিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই তাঁর দর্শন বিকশিত হয়েছে। এ বিকাশে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন বার্ণস্টেইনের মার্কসবাদী সমীক্ষার কাছে। পুঁজিবাদ অপসারণের জন্য সংঘটিত সতীব্র সহিংস বিপ্লববাদের (violent revolution) বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন বার্ণস্টেইন। তাঁর এই অবস্থান মূলত শ্রেণি-সংগ্রামকে নতুন আঙ্গিকে বোঝার প্রতি ইশারা। তিনি মনে করেছেন, সহজাতভাবে মানবজাতির মধ্যে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি, প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র। এই অবস্থা থেকে তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে সমাজতন্ত্রের দিকে। এই এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে শ্রেণি-সংগ্রাম কার্যকর, নাকি অন্য কোনো বিকল্প তা পরখ করার প্রয়োজন রয়েছে। জাতিতে জাতিতে শ্রেণির ধারণা, পেশাগত বাস্তবতায় সংগ্রামের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা একই চেতনা ও চিন্তার সূত্রে পরিচালিত নয়। সংবেদনশীলতার এ ধারাকে বোঝেই সামাজিক পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিতে হবে (Bookchin, 1982 : 162)। এজন্যই বার্ণস্টেইন স্টালিনীয় সহিংস বামপন্থার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। স্টালিনীয় সহিংস বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে বার্ণস্টেইন ও মারে বুকচিন একই অবস্থান

নিয়েছেন। বার্ণস্টেইনের চিন্তা ও দর্শন যে বুকচিনকে প্রভাবিত করেছিলো এসবই তার দৃষ্টান্ত।

সময়, সমাজ, বাস্তবতা ও শ্রেণি নিয়ে নতুন ধারা নির্মাণের জন্য, কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতিকে বোঝার জন্য বার্ণস্টেইন মার্কসবাদের রিভিশনের কথা বলেছেন। রিভিশনিজমকে কীভাবে রূপ দিতে হবে, কিভাবে এর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও অনুশীলনকে বিকশিত করতে হবে তা বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক জটিলতা, বৈশ্বিক সংকটের বহুমাত্রিক মাত্রার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে। বার্ণস্টেইন তাঁর রিভিশনিজমের ধারণায় সামাজিক অগ্রগতি ও তার বিকাশ প্রসঙ্গে বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন। যেমন, মার্কস পুঁজি গ্রন্থে মানুষের শ্রমের সঙ্গে সমাজের অগ্রগতিকে সমন্বিত করে দেখেছেন — বার্ণস্টেইন মার্কসের এই ভাবনার সমালোচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মূল্যতত্ত্ব শ্রমিক শ্রেণির প্রতি শোষণের একমাত্র পরিমাপক নয়। অথচ মার্কস তা মনে করেছেন। শ্রেণি সম্পর্কিত বার্ণস্টাইনের এ ভাবনার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি বুকচিনের দর্শনে।

বুকচিন তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে পরিমার্জিত করার জন্য আঠারো শতকের সমাজ দর্শনকেও নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন। এই পাঠ-পরিক্রমার কারণেই তিনি মার্কসের মতো হবসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদের প্রতি ক্রিটিক্যাল ছিলেন (Hobbes,1965 [1839])। হব্‌স বলেছেন, "প্রকৃতির রাজ্য হলো নৈতিকতাবর্জিত। এখানে রয়েছে হত্যা, রাহাজানি ও হিংস্রতা" ((Hobbes,1965[1839])[৬]। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হলো বৈরি। এই বৈরি অবস্থা থেকে মানুষ বের হয়ে আসার মানসেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিহার করে বিশেষ সংস্থা বা গোষ্ঠীকে শাসন করবার অধিকার সমর্পন করে। হবসের এই তথ্য উপাত্তের সঙ্গে বুকচিন ভিন্নমত পোষণ করেন। বুকচিন বলছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে একটি সামগ্রিক রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করা সে-সময়ের মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এসব কৃষকরা ক্ষমতা ও বৈভবের দিক থেকে যেমন ছিলো দুর্বল, একইভাবে সমাজে তাদের অবস্থানও ছিলো হীনতর। সবমিলে একটি সমন্বিত শক্তির প্রয়োজন ছিলো। আবার যে জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিলো, শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্য পর্যাপ্ত পরিসরে ছিলো, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে সমন্বিত সমাজ বা রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে। বিকাশের এই ধারাটি সামনে রেখে হবসকে পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি কার্যত ভুল থিসিস দাঁড় করিয়েছেন। নৃতত্ত্ব বা ইতিহাস পাঠে হব্‌সীয় ধারার সমাজ আদৌ অস্তিত্বশীল ছিলো কি-না তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সমাজের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও সামাজিক বিন্যাসের ধারাসমূহ সামনে নিয়েই বুকচিন হবস সম্পর্কে এ মূল্যায়ন দাঁড় করিয়েছেন। নয়া সামাজিক ব্যবস্থার স্বরূপ

৬. "nasty, brutish and short"

নির্মাণে হবসীয় অবস্থানকে তিনি দেখেছেন ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে। এই ত্রুটি সংশোধনে বুকচিন নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

ছয়

জৈব সমাজের (organic soceity) **দার্শনিক রূপকল্প**

বিগত দার্শনিকদের সামাজিক রূপকল্পে বুকচিন খুঁজে পেয়েছেন সীমাবদ্ধতা। বুকচিনের বিবেচনায় মার্কসের ভাবনাও তার ব্যতিক্রম নয়। তারপরও তিনি বিশ্বাস করতেন নয়া সমাজের রূপকল্প দাঁড় করাতে হলে মার্কসের কাছেই ফিরতে হবে। মার্কস সমাজের উৎসে খুঁজে পেয়েছেন বুহমুখী উৎপীড়ণ ও বঞ্চনা। বুকচিন এর সঙ্গে পরিবেশ সংকটের উৎস হিসেবে সামাজিক জীবনের উৎপীড়নকে দায়ী করেছেন। উৎপীড়নমুক্ত সমাজ হলো প্রাচীন জৈব সমাজ (organic soceity)। বুকচিনের গবেষণায় প্রাপ্ত জৈব সমাজের ইতিহাস হলো এমন যে, এখানে শোষণ ও বঞ্চনা কোনোটিই নেই। মার্কস যে সাম্যবাদী সমাজের ধারণা দিয়েছেন তাও কিন্তু আদিম প্রাকৃতিক সমাজের অভিজ্ঞতার আলোকে। সেই সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন রীতিতে সাম্যবাদী সংস্কৃতির অনুশীলন ছিল। আগ্রহ ছিলো সাম্যবাদী অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি। এই আগ্রহ নতুন সমাজভাবনার রূপকল্পকে এগিয়ে নিয়েছিলো। মারে বুকচিন আদিম জৈব-সমাজ কাঠামোর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস পাঠ করে উজ্জীবিত হয়েছিলেন নতুন সমাজের ধারণা সৃষ্টি করতে। এ ধারণা নির্মাণে মার্কসের পাশাপাশি তিনি কাজে লাগিয়েছেন হবস ও বার্ণস্টেইনের ভাবনাকেও। প্রাকৃতিক রাজ্য বলতে হবস বুঝিয়েছেন মারদাঙ্গা ও সংঘাতপূর্ণ নীতিবিবর্জিত এক অবস্থাকে। হবসের ভাবনা থেকে বুকচিনের ভাবনা আলাদা। তাঁর এই আলাদা অবস্থানটি স্পষ্ট হয় তিনি যখন জৈব সমাজে অনুসন্ধান করেন সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার অবস্থান থেকে। হব্সের দর্শনে এ অনুসন্ধানটি অনুপস্থিত।

নতুন সমাজের রূপকল্প নির্মাণে মার্কস ডারউইনের কাছেও ঋণী ছিলেন। একইভাবে মারে বুকচিনও ডারউইনের বিজ্ঞানবাদ ও বিবর্তনবাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। ডারউইনের "অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম" নীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বুকচিন। এ গুরুত্ব দেবার কারণে তিনি মনে করেছেন — "জীবনকে সক্রিয় অপেক্ষা প্রতিক্রিয়া" হিসেবে দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। বুকচিনের মতে, প্রাণবন্ত সত্তার বিবর্তন কখনোই নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় না। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন বোঝাচ্ছে যে, সমাজে যারা শক্তিশালী কেবল তারাই পরিবেশের পবির্তনের মধ্যে টিকে থাকবে। বুকচিন তাঁর এ প্রভাবকে উল্লেখ করেছেন 'অংশগ্রহণমূলক বিবর্তন' (participatory evolution) হিসেবে। এটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরিপন্থি নয়, কিংবা

প্রত্যাখ্যান নয়। ডারউইন যেভাবে বিবর্তনবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন বুকচিন একে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান না করে আরো বেশ কিছু বাহ্যিক উপাদান যুক্ত করেছেন। তিনি মনে করেছেন, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সবকিছুরই যে গতিময়তা অর্জন করে তা বিষয়ীগত চরিত্রকেই মুখ্য করে তোলে। কারণ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের বিকাশ ঘটে। আর প্রাণ বা জীবনের প্রবণতা হলো আত্মমুখীনতা। বিবর্তনের এই বিকাশ ও গতিময়তাকে বুকচিন তাঁর মতবাদ নির্মাণে গ্রহণ করেছেন।

বুকচিন একটি বিষয় অকপটে স্বীকার করতেন যে, সমাজ ও সংস্কৃতিকে কখনোই তার বর্তমান অবস্থার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে জানার উপায় নেই। বরং এদেরকে বুঝতে হবে এর আদি ঐতিহাসিক অবস্থা ও সামাজিক বিকাশের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে। প্রতিবেশিক সমাজের ধারণা নির্মাণের জন্য তিনি যে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এনেছেন তা মূলত পাশ্চাত্য উদারবাদী সমাজের ইতিহাস থেকেই নিয়েছেন। আমরা লক্ষ করে দেখব — তাঁর ১৯৮২ সালে প্রকাশিত *The Ecology of Freedom* গ্রন্থে জৈব-সমাজের (organic soceity) প্রস্তাব করেছেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর নানাস্থানে প্রাক ও নৃগোষ্ঠীজাত যে সমাজ ছিলো সেখানে এধরনের সমাজের নজির পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেশিক সমাজের এসব দৃষ্টান্তে স্বাধীনতা ধারণার যেসব উপকরণ পাই তা এখানে প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন সামাজিক জীবনে জৈব সমাজের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে তারও বৈশিষ্ট্য ছিলো সমতাবাদী। প্রাচীন নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস অনুসারে, এ সমাজের চরিত্র হলো অ-ক্রমধাপায়ন, এখানে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব কোনোটিরই অস্তিত্ব ছিলো না। এমনকী সমাজের একটি অংশ দ্বারা অন্যকোনো অংশের উপর দমন-পীড়ণও প্রচলিত নেই। এ ভাবনার প্রভাবে তিনি আধিপত্য ও শোষণের একটি নয়া রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন।

সাত

আধিপত্যবাদ ও শোষণ প্রসঙ্গে বুকচিন ও মার্কস

ইতোপূর্বে আমরা সমস্যার আদ্যোপান্ত যে আলোচনা করেছি তাতে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, বুকচিন মার্কসকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেননি। দর্শন, সমাজ, পরিবেশ ও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি তিনি বুঝতে চেয়েছেন মার্কসের তত্ত্বকে বোঝার মধ্য দিয়ে। সমাজ নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের ভাবনা পর্যালোচনায় তিনি বলছেন, তাঁরা শ্রেণি-শাসিত সমাজকে আক্রমণ করেছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হলো উচুঁ-নীচু সম্পর্ক। কিন্তু, প্রচলিত সমাজ জীবনে অস্তিত্বশীল শ্রেণি-বৈষম্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দৃশ্যমান নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণিসমূহের মধ্যে ক্রম-ধাপায়ন থাকবে না। কিন্তু, কল-কারখানায় শ্রমিকের যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে সুবিধাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ক্রম-ধাপায়নের বিষয়টি কী

অস্বীকার করা যায়? মারে বুকচিন তার একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। কল-কারখানায় পরিচালনার পূর্বশর্ত হিসেবে এ ক্রম-ধাপায়ন ক্রিয়াশীল, অনেকসময় এটাকে মেনেও নিতে হয়। যেমন, কারখানার কোনো একটি ইউনিটে বিশেষ কোনো যন্ত্রাংশ তৈরি হতে পারে। এই কারখানায় প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে অবস্থানও থাকবে। এখন যদি ঐ ইউনিটের মূল বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী একেবারে সাধারণ শ্রমিকের তুল্য করে সুবিধাদি ও নির্দেশনা প্রদান করা হয় তাহলে সে ইউনিট সুশৃঙ্খলভাবে চলবে না। কারখানার উৎপাদনের গতি যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য উচুঁ-নীচু ক্রম-ধাপায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

মার্কস প্রসঙ্গে বুকচিন আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা হলো পণ্য সংকোচন বা পণ্যসামগ্রীর অভাব (material scarcity) সৃষ্টির পেছনের কারণ হলো বুর্জোয়া সমাজের আদর্শিক যুক্তি। এই আদর্শিক যুক্তিকে মার্কসও তাঁর তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন। শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণি নানা অজুহাত দেখিয়ে কর্তৃত্বকে যৌক্তিকতা প্রদান করে। কর্তৃত্বের এই যৌক্তিকতা অমানব প্রকৃতির উপর আধিপত্য বজায় রেখে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে। একইভাবে প্রকৃতির উপর আধিপত্যকে মনে করা হচ্ছে মানবমুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে। বুকচিন মার্কসের এই থিসিস থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছেন। তিনি বলছেন, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ধারণা প্রথম উদ্রেক হয়েছে সামাজিক জীবনে আধিপত্য স্থাপন করার মানসিকতা থেকে। অথচ মার্কসবাদীরা যুক্তি দিচ্ছেন, আধিপত্যের উদ্ভব হলো সংগঠিত মানব-শ্রম থেকে। সুতরাং, আমরা যদি একটি স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে শ্রেণিহীন সমাজ হবে তার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। তার অর্থ হলো সামাজিক ক্রম-ধাপায়নই (social hierarchy) হলো এই আধিপত্যের কারণ। মার্কস সামাজিক জীবন থেকে আধিপত্য ও সামাজিক ক্রম-ধাপায়ন উভয়েরই পরিসমাপ্তি করতে চেয়েছেন। বুকচিন আধিপত্যকে নিন্দা জানিয়েছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক জীবনের মতোই সামাজিক জীবনে প্রয়োজনে ক্রম-ধাপায়ন রীতিকে মেনে নিতে হবে বলে দাবি করেছেন। তাহলে মার্কস ও বুকচিনের মধ্যে আধিপত্য বিষয়ে একই অভিমত থাকলেও, সামাজিক ক্রমধাপায়নের প্রশ্নে তিনি ভিন্নমত নিয়েছেন।

বুকচিনের উপর মার্কসের প্রভাব নিয়ে একটি কথা বলা যায় — জীবনের শুরুতে বুকচিন মার্কসবাদের ওপর যে পাঠ নিয়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করে চিন্তার প্রাথমিক সোপান নির্মাণ করেছেন। পরিবেশ দূষণের কারণ হিসেবে বিজ্ঞান ও মানব সৃষ্ট প্রভাবের পাশাপাশি এর সামাজিক উৎসও অনুসন্ধান করেছেন। এজন্যই তিনি প্রতিবেশবাদী ইস্যুসমূহকে সামাজিক ইস্যুসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে বিবেচনা করেছেন। এ সমন্বিত চিন্তার ফসল হিসেবে প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সমস্যাসমূহ তাঁর কাছে সামাজিক প্রতিবেশেবাদেরই প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। “মানুষ দ্বারা মানুষ শোষণ” — এ ভাবনা

মানুষ দ্বারা প্রকৃতি ধ্বংস থেকে আলাদা কিছু নয়। দুইয়ের মধ্যে একটি যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগাযোগটা একান্তই মানসিক। এই মানসিকতার কারণেই মানুষ প্রকৃতিকে শোষণ করছে। তাহলে আমরা বুকচিনের আলোচনার সূত্রে বলতে পারি — নিপীড়ণের দুই প্রকাশ : ক. 'মানব শোষণ' ও খ. 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়'। চিন্তার একই উৎস হতে উভয়ের উৎসারণ। এই উৎসারণটি বুকচিন বুঝতে চেয়েছেন।

বুকচিনের ১৯৬৩ সালের রচনা *Our Synthetic Environment* গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় রচিত *Toward an Ecological Society* (Bookchin, 1980 (c) গ্রন্থের বক্তব্যকে সামনে আনতে চেয়েছেন। একারণেই তাঁর গোটা দর্শনের প্রাণ ছিলো — সামাজিক স্তরবিন্যাস, আধিপত্যের স্বরূপ ও এর উৎস অনুসন্ধান করা। আমরা যদি সামাজিক শোষণের কারণ, উৎস, এ বিষয়ক সংবেদনশীলতাকে জানতে পারি তবেই সম্ভব একটি সংগতিপূর্ণ প্রতিবেশবাদী সমাজের দিকে সফল যাত্রা। ১৯৭১ সালে তাঁর চিন্তার এ ধারাটি সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, শ্রেণি অপেক্ষা ক্রমোর্চ্চ ধাপায়ন [স্তরবিন্যাস] (hierarchy), শোষণ অপেক্ষা আধিপত্য, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ট্রের বিনাশ, ন্যায়পরতা অপেক্ষা স্বাধীনতা, আনন্দ অপেক্ষা সুখ (pleasure) হলো সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক। পরিবর্তনের এই ধারাকে তিনি প্রতি-সাংস্কৃতিক অলঙ্কারায়ণ (counter-cultural rhetoric) হিসেবে দেখতে চাননি। এই দেখার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত তাঁর সামাজিক আমুলবাদ[৭] থেকে পশ্চাৎপসারণ করেছেন। আমুল সমাজবাদ থেকে সরে এসে তিনি উদারবাদী সামাজিক প্রতিবেশবাদের (social ecology) প্রস্তাব করেছেন। তাঁর এই ভাবনাই পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশ-নৈরাজ্যবাদ (eco-anarchism) হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে।

আট

নয়া সমাজ ভাবনা প্রসঙ্গে বুকচিনের প্রস্তাবনা

কেমন সমাজ [রাষ্ট্র] চাই? রাষ্ট্রদার্শনিক তথা সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে এ নিয়ে বহুমুখী উপায় ও সম্ভাবনার আলোচনা রয়েছে। এসব সম্ভাবনার একটি রূপরেখা দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। কিন্তু মার্কসের ভাবনা কোথাও কোথাও একদেশদর্শি মনে হয়েছে বুকচিনের কাছে। বিপরীতক্রমে, মারে বুকচিন সমাজ, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন সমাজের কথা ভেবেছেন। তাঁর নয়া সমাজ ভাবনার রূপকল্প বুঝতে

৭. প্রথম জীবনে তাঁর দার্শনিক ভাবনা ছিলো একেবারেই সমাজ ও সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু প্রতিবেশবাদ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা নয়া সমাজ নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

হলে আমরা তাঁর 'প্রকৃতি' সম্পর্কিত ধারণাকে বুঝে নিতে পারি। প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝেছেন, আমাদের চারপাশ ঘিরে যা কিছু আছে, সাধারণত আমরা প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে যে জৈবিক সত্তাকে পাই তা থেকে শুরু করে জীবনহীন চাঁদ যা মেঘহীন আকাশে দৃশ্যমান হয় তা পর্যন্ত এক বিশাল সামগ্রিক পরিসর— এই পরিসরই হলো প্রকৃতি। এই নিরেট প্রকৃতি থেকে সামাজিক প্রকৃতিকে আলাদার করার জন্য তিনি দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করেছেন : 'প্রথম প্রকৃতি' ও 'দ্বিতীয় প্রকৃতি'। প্রকৃতির দুধরনের বিবর্তন হয় — একটি জৈবিক বিবর্তন, অন্যটি সামাজিক বিবর্তন। প্রথম প্রকৃতি হলো যা প্রাকৃতিক জগতের পরিবর্তন করে থাকে, আর দ্বিতীয়টি হলো মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করা। এই প্রক্রিয়াজাতের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি যে রূপ পায় তা হলো 'দ্বিতীয় প্রকৃতি'। তবে এ পার্থক্যকরণকে তিনি দ্বিকোটিক হিসেবে দেখেননি।

প্রাকৃতিক জগতের ক্রমবর্ধিষ্ণু বিবর্তন (cumulative evolution) সংঘঠিত হয় 'প্রথম প্রকৃতি'তে, বিশেষ করে এ বিবর্তন সংগঠিত হয়ে থাকে জৈব-প্রকৃতিতে। জীবমণ্ডলের যেখানে বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় তা হলো ভূ-মণ্ডল। জীবনের সকল ধারার বিকাশ হয় এ ভূ-মণ্ডলে। সমুদ্রের গহীন, পাহাড়ের অতল এমনকী বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র এ পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। প্রকৃতি একেবারে মামুলি কিছু নয়, বরং এর মাঝে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হচ্ছে তাই বিবর্তন। জীবন প্রক্রিয়ার এই যে বিকাশ, এই বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রজাতিসমূহের বহুমুখী ধারা উপধারার সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের জালও সৃষ্টি হচ্ছে। এই আন্তঃসম্পর্ক একান্তই প্রাকৃতিক। বিবর্তনের এই প্রক্রিয়া ছাড়া জীবনকে টিকিয়ে রাখা নেহাৎই অসম্ভব। প্রকৃতির মধ্যে এই অ-সচেতনমূলক পরিবর্তনের ধারা, কিংবা অসচেতন প্রাকৃতিক বিকাশ তাকেই তিনি বলেছেন 'প্রথম প্রকৃতি'। 'প্রথম প্রকৃতি' বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো-বা ধারাবাহিকভাবে 'দ্বিতীয় প্রকৃতির'ই অংশ। আমাদের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত এদেরকে পরিবর্তন করতে হয়। কখনো জ্বালানীর প্রয়োজনে, কখনোবা খাদ্যের প্রয়োজনে। মানুষ তার প্রয়োজনে প্রকৃতির সঙ্গে এক অব্যাহত মেটাবলিক সম্পর্ক বজায় রাখছে। এমনকী অজৈবিক প্রকৃতির আমাদের সত্তাবান করে তোলার পেছনে ভূমিকা রাখছে।

মানব জীববিদ্যাও এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কাজ করছে। মানব জীববিদ্যার এই উৎস কাজ করছে বিশেষ শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায়। এই শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া হলো স্নায়বিক প্রক্রিয়া। এমনকী মানুষের মানবীয় গুণাবলিসমূহ : যুক্তি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অভীপ্সা ও চিন্তা এসবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্ট, তাৎক্ষণিক নয়। এসব বিকাশেরও নিয়ম রয়েছে। এই বিকাশ প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে কাজ করে ধাপে ধাপে। নানা ঘাত-প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মানুষের যে প্রয়োজন তার আঙ্গিকেই এসবের বিকাশ ঘটে। বুকচিন বিজ্ঞান ও নৃবিদ্যার তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে দাবি করছেন যে, মানব শরীর ও

স্নায়বিক প্রক্রিয়া তাও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া মানুষের সমাজ ও তার সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করছে। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো উভমাত্রিক।

প্রথম প্রকৃতি ও দ্বিতীয় প্রকৃতি এ সম্পর্কিত ধারণা তিনি অর্জন করেছিলেন রোমান ওরাটর মারকুস সিসেরোর (Cicero, 1967, 1971 [BCE 69]**)** কাছ থেকে। প্রাকৃতিক আইনের কথা বলেছেন সিসেরো। রাষ্ট্রের সঙ্গে দেহের এক সবিশেষ তুলনা খোঁজে পেয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের রয়েছে তিনটি উপাদান : প্রাকৃতিক উপাদান, প্রাকৃতিক সমতা ও রাষ্ট্রকে মানুষের স্বাভাবিক রূপে বিশ্বাস করা। প্রকৃতিকে বিবেচনা করেছেন সর্বজনীন হিসেবে, তা পরিবর্তন করা যায় না। যেকোনো কার্যের কারণ উদঘাটনে প্রকৃতি খুবই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এজন্য প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে কিছু করা হলো অস্বাভাবিক কিছু করা। প্রকৃতি সঙ্গে যা যূথবদ্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে তাই কিন্তু নিয়মসিদ্ধ। একমাত্র প্রকৃতিই হলো সঠিক ও যথাযথ কারণের সর্বোচ্চ প্রকাশ। প্রকৃতি যা আদেশ করে, আর যা নিষেধ করে তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হলো — 'প্রাকৃতিক আইন'। মানুষ যে আইন প্রণয়ন করে তা প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক। প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন টিকে থাকতে পারে না। প্রকৃতির আইনকে লঙ্ঘন করে মানুষ যে আইন সৃষ্টি করবে তা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়বে। প্রকৃতির আইনের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। এ আইন লঙ্ঘনের অর্থই হলো ন্যায়বিচারকে লঙ্ঘন করা। মারকুস সিসেরোকে অনুসরণ করে বুকচিন বলেছেন, প্রাকৃতিক জগতের মধ্য দিয়েই আমরা সামাজিক পৃথিবী সৃষ্টি করছি। তার অর্থ হলো — প্রথম প্রকৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় প্রকৃতি। তবে তা তাৎক্ষণিক কোনো ফসল নয়। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এক দীর্ঘ সময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথম প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে, পরিবর্ধিত হয়ে দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়। এ সম্পর্ক প্রমাণ করে নিরেট প্রকৃতি সামাজিক প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের সম্পর্ক রহিত করে কোনো আইন বা সমাজের কথা ভাবা যায় না। এজন্য বুকচিন প্রাকৃতিক আইনের স্বরূপ বোঝার মাধ্যমে জৈব সমাজের ধারণাকে বোঝার কথা বলেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি — প্রতিবেশ কিংবা সমাজ কোনোটিকে আলাদা করে বুঝবার জো নেই। বাস্তুসংস্থানে রয়েছে বহুমুখীন বৈশিষ্ট্য, মানব শক্তিরও রয়েছে নির্দিষ্ট গতিপ্রকৃতি। এই দুইয়ের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা প্রতিবেশবাদকে বুঝতে পারি। খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি *প্রাণবন্ত* অবস্থা থেকে সামাজিক বাস্তবতা পর্যন্ত এক দীর্ঘ বিকাশ প্রক্রিয়াকে। আমরা যেভাবে দেহ থেকে মনকে আলাদা করতে পারি, ঠিক সেভাবে প্রকৃতি থেকে সমাজকে আলাদা করতে পারি না। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করে আমরা বুঝতে পারি সামাজিক

প্রতিবেশবাদকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষের অবস্থান কী তা বোঝার চেষ্টা করে থাকে সামাজিক প্রতিবেশবাদ। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি — প্রথম প্রকৃতি হলো একেবারেই খসড়া বা উপকরণমূলক, আর দ্বিতীয় প্রকৃতি হলো সংস্করিত যা আমাদের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে প্রতিভাত হয়। কিন্তু, আমাদের সাম্প্রতিক সামাজিক বাস্তবতা এক বৈরি মানসিকতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই মানসিকতার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিষিয়ে সামাজিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করা। অথচ, আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না যে, গৌণ বা দ্বিতীয় প্রকৃতি কখনোই প্রথম প্রকৃতিতে ফিরে আসতে পারবে না। আসলে দরকার হলো প্রথম প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে দ্বিতীয় প্রকৃতির বিকাশ ঘটানো। প্রথম প্রকৃতি আমাদের শেখায়, সেই শিক্ষার আলোকে প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা গড়ে তুলি দ্বিতীয় প্রকৃতি।

প্রশ্ন হলো একটি স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ কীভাবে প্রতিবেশগত নীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়াতে পারে? এই মুক্ত স্বাধীন সমাজ কী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বুকচিনের দাবি হলো — প্রতিবেশ ও স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে আন্তঃসম্পর্ক। প্রকৃতি কিংবা যুক্তি কোনোটাই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে অন্যকিছুকে ধারণ করতে সক্ষম নয়। সামাজিক জগতের অর্থ ছাড়া প্রাকৃতিক জগতের কোনো অর্থ সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্য আমরা যদি এমন কোনো সমাজের কথা চিন্তা করতে চাই যা স্বাধীন ও মুক্ত তাহলে সে সমাজকে অবশ্যই প্রতিবেশগত সমাজ হতে হবে। সেই সমাজের বিধানকে প্রতিবেশগত বিধানের আলোকেই বিন্যস্ত হতে হবে। এরকম সমাজেই মানুষ প্রতিবেশগত সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ নৈতিকতাকে বুঝতে পারে। তাহলে প্রাকৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সমন্বিত করে নৈতিকতাকে বোঝা যায়।

নয়

নয়া সমাজব্যবস্থামুখীন যাত্রায় বুকচিনের প্রতিবেশবাদ

'প্রতিবেশ' ধারণাটি এমন যে, এর বহুমুখী অপপ্রয়োগ হচ্ছে, বিকৃত করা হচ্ছে অনেকটা সামাজিক জীবনে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারণাকে যেভাবে অপব্যবহার করা হয় ঠিক সেভাবে। তথাকথিত প্রতিবেশবাদী আন্দোলন, সত্তর দশকের দিকে পরিবেশবাদ (environmentalism) ও প্রতিবেশ-যুক্তিবাদ (ecologism) এরকম বহুবিধ প্রতিবেশবাদী ভাবনার জন্ম হয়েছে। অনেক বর্ণবাদী, সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল আর ম্যাকো ডানিয়েল বুনস (Thwaites,1902) তাঁরাও প্রতিবেশবাদী ধারণার ব্যবহার করে আসছেন। অন্যদিকে প্রকৃতিবাদী, কমিউনিটারিয়ান, সামাজিক আমুলবাদী ও

নারীবাদীরাও প্রতিবেশবাদী ধারণা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন। এরউইন এনটন গাটকাইন্ড (Gutkind, 1954) পঞ্চাশের দশকের দিকে সামাজিক প্রতিবেশ ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। এ ধারণার সাহয্যে তিনি ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপকে বোঝতে চেয়েছেন। তিনিও মনে করেছেন. প্রকৃতির বাইরে থেকে মানুষকে চিন্তা করা যায় না, মানুষ তার সংস্কৃতিকে বিকশিত করছে ব্যাপক পরিসরের প্রকৃতিকে সংস্কার করে। বৈচিত্র্যের যেমন প্রাকৃতিক পরিসর রয়েছে, তেমনি এর রয়েছে সামাজিক বিস্তৃতি। এই যে ঐক্য, বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য এদেরকে বুকচিন আমুলবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে মূল্যায়ন করার প্রয়াস নিয়েছেন। বুকচিন একটা বিষয় বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ ও তার সমাজের রয়েছে প্রতিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত। আমাদের সঙ্গে এই ভারসাম্য বিধানের জন্য প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানব সমাজের মিথস্ক্রিয়া খোঁজে পাই। এ লক্ষ্যে তিনি প্রথাগত পরিবেশবাদের সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। লক্ষ একটাই, তা হলো নয়া সমাজভাবনার ভিত্তি নির্মাণ করা।

ক. নিবিড় প্রতিবেশবাদ থেকে আমুল প্রতিবেশবাদের দিকে যাত্রা

বুকচিন তাঁর সামাজিক প্রতিবেশবাদে একটি পুরানো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন, তা হলো : আমাদের ভবিষ্যত সমাজকে কীভাবে বিন্যস্ত করব? তিনি এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন সামাজিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে মধ্য-ষাটের দশকে তাঁর প্রযুক্তি, নগর পরিকল্পনা, এনার্জি পলিসি, আমুল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এসবের মধ্যে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে (Bookchin,1971(a))। অথচ প্রথাগত ও ধর্মতাত্ত্বিক পরিবেশবাদী ভাবনায় এর কোনো প্রভাবই নেই। সমাজ ও মানুষ থেকে তারা পরিবেশকে আলাদা করে দেখে থাকেন। এজন্য বুকচিন বলেন, পরিবেশ নিয়ে বিদ্যমান ডিসকোর্সকে দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি করা যায় তাত্ত্বিক দিক থেকে, অন্যটি সংবেদনশীলতা ও নীতিবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত থেকে। উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। এ পার্থক্যের ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক ফলও রয়েছে। দ্বিতীয় ঘরানার প্রতিবেশবাদীগণ শুধু প্রকৃতি ও মানবতাকে কীভাবে দেখছি তা বিবেচনা করছেন না, বরং এর সঙ্গে বিবেচনা করছেন কীভাবে, কোন উপায়ে সমাজ পাল্টানোর মাধ্যমে পরিবেশগত সংকট মেটানো যায় তার অনুসন্ধানের পথ। বুকচিন দ্বিতীয় ঘরানার প্রতিবেশবাদী।

প্রথম ধারার প্রতিবেশবাদীদের মধ্যে আমেরিকান রেডিকেল পরিবেশবাদী ও ধর্মতাত্ত্বিক পরিবেশবাদীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় মতাদর্শিগণ পরিবেশ সংকটকে মূল্যায়ন করতে চাইছেন সামাজিক সংকট থেকে আলাদা করে। এতে করে পরিবেশ সংকটের আসল চরিত্রটিই ধরা পড়ছে না। প্রসঙ্গের সূত্রে তিনি নরওয়েজিয়ান

নিবিড় প্রতিবেশবাদী (deep ecology) দার্শনিক আর্ন নায়েসের প্রসঙ্গ আনেন।[৮] নিবিড় প্রতিবেশবাদ অনুসারে, চিন্তার দ্বৈততা হলো — পরিবেশ সংকটের অন্যতম একটি কারণ। আর্ন নায়েসের পরিবেশ দর্শনেও এই দ্বৈততা লক্ষ করেছেন মারে বুকচিন। প্রতিবেশাবাদী আন্দোলনের বাহানা নিয়ে নায়েস নিবিড় প্রতিবেশবাদের (deep ecology) বিকাশ করেছেন। বুকচিনের মতে, নিবিড় প্রতিবেশবাদ হলো — অস্পষ্ট, কাঠামোহীন, কখনোবা স্ব-বিরোধী, অনেকটা সানবেল্টে নির্মিত হলিউড ও ডিজনিল্যান্ডের কিম্ভুৎকিমাকার ধরনের ছবির মতো। এর মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে কিছু মশলা বৌদ্ধধর্ম, আধ্যাত্মবাদ, পুনর্জন্মবাদী খ্রিস্টবাদ, আর কোথাও কোথাও প্রতিবেশ-ফ্যাসিবাদ।[৯]

নিবিড় প্রতিবেশবাদ সমাজ ও প্রকৃতিকে যূথবদ্ধভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও এ মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবেশগত সংকটের কারণ উদঘাটন করা। পরিবেশগত সংকটের কারণ হিসেবে বস্তুবাদী সংস্কৃতি (material culture), প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ (technological society) ও ভোগাবাদিতাকে (consumption) তাঁরা দায়ী করেছেন। উদঘাটিত কারণের এসব উৎস যথার্থ। বিশুদ্ধ প্রতিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে এ মতবাদের ব্যর্থতাও লক্ষ করার মতো। অন্তত দুটি কারণে নিবিড় প্রতিবেশবাদকে মারে বুকচিন ব্যর্থ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করেছেন :

প্রথমত, বহুমুখী মত ও পথ নিবিড় প্রতিবেশবাদের ভিত্তি করতে গিয়ে তারা মূলত ভুলেই গিয়েছেন যে, প্রতিবেশগত সংকটের উৎস নিহিত সমাজে। অন্যভাবে বলা যায় — সামাজিক জীবনের সমস্যাই পরিণতিতে প্রতিবেশগত সমস্যায় পরিণত হয় (Bookchin, 1987)। পরিবেশগত সংকটের উৎস হলো সমাজ, সামাজিক

---

৮. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিবিড় প্রতিবেশবাদ (deep ecology) ও অ-নিবিড় প্রতিবেশবাদের (shallow ecology) মধ্যকার পার্থক্য দাঁড় করানোর পেছনে ভূমিকা রেখেছেন আর্ন নায়েসের বিখ্যাত প্রবন্ধ ''The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary'' ও ''The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects.'' (Naess, 1973, 76, 86)।

৯. শুরুর দিকে বুকচিনের নির্মোহ ভাবাবেগ ছিলো নিবিড় প্রতিবেশবাদীদের প্রতি। বিশেষ করে তাঁরা যেভাবে আমেরিকান আধুনিক পরিবেশবাদ ও সংরক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন, এর প্রতি সায়ও দিয়েছিলেন বুকচিন। কিন্তু, এ ধারা থেকে তিনি বের হয়ে এসেছেন ১৯৬৪ সালের *Ecology and Revolutionary Thought* রচনার মধ্য দিয়ে। এখানে তিনি আমুল প্রতিবেশবাদী অবস্থান নেন। প্রতিবেশকে তিনি বুঝেছেন সামাজিক প্রপঞ্চের মধ্য দিয়ে। এর সামাজিক গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে কখনো কখনো তিনি এ মতবাদকে দাবি করেছেন কোপারনিকান বিপ্লব হিসেবে।

বিন্যাস, সমাজের গভীরে অন্তর্নিহিত শোষণ-বঞ্চনা। সুতরাং, তার সমাধানও করতে হবে সমাজের ভেতরকার ব্যাকরণ দিয়ে। নিবিড় প্রতিবেশ এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে সে সম্পর্কে এ মতবাদ কোনো বক্তব্য প্রদান করে না। প্রকৃতি-অনুভূতি নিয়ে এ মতবাদের উপহাস/ কৌতুক, অসঙ্গতি ও মারাত্মকভাবে বিষয়ীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বুকচিন এ মতবাদকে রহস্যবাদী পরিবেশবাদ হিসেবে মন্তব্য করেছেন। বুকচিন বলেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ কার্যত সমাজ-বিরুদ্ধ প্রতিবেশবাদ। জেনেট বাইলও উল্লেখ করেছেন যে, "সামাজিক প্রতিবেশবাদের সঙ্গে নিবিড় প্রতিবেশবাদের রয়েছে সরাসরি বিরোধ" (Biehl, 2014)।

নায়েস একগুচ্ছ মামুলি নীতিকে[১০] মোটাদাগের আমুল প্রতিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একে তিনি আবার প্লাটফরম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সবথেকে জটিল বিষয়ীবাদী দর্শন হিসেবে ইকোসফি-T এর কথাও বলেছেন। ইকোসফি-T বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, প্রতিবেশগত সংহতি বা ভারসাম্যকে। এখানে দর্শন হলো সোফিয়া বা প্রজ্ঞা, যা স্বরূপগতভাবে আদর্শনিষ্ঠ। এই আদর্শের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নিয়ম, স্বীকার্য সত্য, মূল্য অগ্রাধিকারের বিধান ও সেই প্রকল্প যাতে রয়েছে জগতের ঘটনা প্রবাহ (state of affairs)। ভাবনার বিষয় হলো — দূষণ, সম্পদ, জনসংখ্যাধিক্য শুধু এসবের ভিন্নতার কারণে নয়, বরং মূল্য অগ্রাধিকার ও আদর্শের ভিন্নতার কারণে ইকোসফি-T ভিন্ন হয়ে থাকে (Næss, (1989) [1976])। তাঁর ইকোসফি-T কার্যত রহস্যবাদী দর্শনে পরিণত হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনে ও নিপীড়ণ দূরীকরণে এ দর্শনের কোনো ভূমিকা নেই। নিবিড় প্রতিবেশবাদ বিতর্কিত ইস্যুর প্রতি বেশি মনোযোগী, সংগতিপূর্ণ কোনো সামাজিক বিশ্লেষণের প্রতি তাঁরা মনোযোগী নন। এসব কারণে বুকচিন নিবিড় প্রতিবেশবাদের সমালোচনা করেন। এ মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা কীভাবে প্রকৃতির প্রতি প্রতিক্রিয়া করছি তা নিয়ে সামাজিক প্রতিবেশবাদ ও নিবিড় প্রতিবেশবাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যকে তিনি আরো সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের প্রকৃতিকে দেখার ভাবনাকে যুক্ত করে। এই ভাবনায় আমরা লক্ষ করি 'তাত্ত্বিক সংহতি' (theroretical solidarity) ও 'রাজনৈতিক সংগতি' (political consistency)।

নায়েসের প্রতিবেশ দর্শন সম্পর্কে বুকচিনের প্রশ্ন হলো — পরিবেশের সংকট কী ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত? কিংবা, প্রাচ্য রহস্যবাদী ধারাকে গ্রহণ করে আদৌ কী সম্ভব এর কোনো সমাধান অনুসন্ধান করা? নিশ্চয়ই না। চিরায়ত দ্বৈতবাদ অপেক্ষা

১০. নিবিড় প্রতিবেশবাদের প্লাটফরমের আটটি নীতি রয়েছে।

হ্রাসকরণবাদ হলো নিবিড় প্রতিবেশবাদী দর্শনের জন্য বড় সমস্যা। নায়েসের প্রতিবেশবাদ বহুমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির সমাহার হলেও এর আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম আচ্ছন্নতা প্রকৃত প্রতিবেশবাদী হওয়ার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এই দূরত্বই মতবাদটিকে একটি ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত করেছে। এখানেই বুকচিন দাবি করছেন, প্রতিবেশবাদ এমন কোনো যাদুমন্ত্র নয় যে, তা খুললেই প্রকৃতির অপ-ব্যবহার, তার ধ্বংস বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে নিবিড় প্রতিবেশবাদের ভূমিকা কী?

আমাদের বিষয়ী চিন্তা, সামাজিকতা ও বৌদ্ধিকতা উভয়ই বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যায় তা নিবিড় প্রতিবেশবাদ অবহেলা করেছে। এমনকী মানুষের যে প্রাকৃতিকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মূল্য বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রকৃতির সামগ্রিকতার আলোকে করতে হয় সে বিষয়ে নিবিড় প্রতিবেশবাদ গ্রাহ্য করে না। আবার প্রকৃতির সঙ্গে মানব সমাজ ও অমানব প্রাণির যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তার টেকসই কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা লক্ষ করি না। সামাজিক প্রতিবেশবাদী হিসেবে বুকচিন এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক। তিনি মনে করেছেন, অমানব প্রাণির অধিকার সংরক্ষণের চেয়ে তার প্রতি মানুষের সহানুভূতি ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাবই পারে একটি যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করতে (Bookchin, 1990 : 215)। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে নিবিড় প্রতিবেশবাদের পরিবর্তে বুকচিন সামাজিক প্রতিবেশবাদের (social ecology) প্রস্তাব করেছেন।

সামাজিক প্রতিবেশবাদ সংগতিপূর্ণ, সামাজিকভাবে বিকশিত। তা অনুপ্রাণিত হয়েছে গভীর প্রজ্ঞাবান বিকেন্দ্রিকতাবাদী দার্শনিক পিটার ক্রুপোটকিন (Kropotkin, 1968), ইউলিয়াম মরিস (Morris, 1979 [1887]) ও পল গুডম্যান (Stoehr,1977) প্রমুখের প্রথাগত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করার দার্শনিক বীক্ষা থেকে। তারা সবাই লক্ষ করেছেন, সমকালীন সমাজব্যবস্থা কোনো-না-কোনোভাবে ক্রমধাপায়নযুক্ত, লিঙ্গবাদী, শ্রেণি-শাসিত, অপ্রগতিবাদী। এ সমাজের ইতিহাস হলো দাঙ্গা-সংঘাত, জঙ্গিমানসিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতায় ভরপুর। এখানে মানুষের চরিত্র হলো ধ্বংসাত্মক (ডেসপোটিক), সে মানব সমাজকে যেমন ধ্বংস করে, অর্জিত এই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে পরিবেশ-প্রকৃতিকেও ধ্বংস করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। পিটার ক্রুপোটকিনের নৈতিকতার এই নৈরাজীবাদী (anarchism) (Kropotkin, 1922 :4) ভাবপ্রবণতাকে গ্রহণ করেছেন মারে বুকচিন। প্রাতিষ্ঠানিকতা ও প্রচলিত ভাবাদর্শের বাইরে এসে তিনি নৈতিকতাকে দেখেছেন সামাজিকীকরণ নয়, বরং সামাজিকতা (sociality) হিসেবে, কাঠামোবাদী আদর্শ নয়, কাঠামোবাদ বিরোধী হিসেবে। সমাজবদ্ধ মানুষ যারা অন্যের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দায়িত্বশীলতাকে অনুভব করে না সেরকম সামাজিকীকরণকে তিনি বাদ করে দিয়েছেন। দায়িত্বহীনতা ও তথাকথিত সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে যে ভাবাদর্শ গড়ে ওঠে তা নৈতিকতাকে বাস্তব পরিসর

দিতে ব্যর্থ। কিন্তু, পারস্পরিকতা, সহযোগিতা, ন্যায়পরতা ও নৈতিকতার সদা অনুশীলন পারে মানুষের মনন নির্মাণ করতে। এ পারস্পরিকতা ও সহযোগিতার রীতির সন্ধান পেয়েছেন মানুষ, অমানব প্রাণি ও পরিবেশ-প্রকৃতির নিবিড় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে।

ক্রপোটকিন তাঁর নীতিচিন্তার বিবর্তনে হিউম, হবস ও কান্টের নীতিচিন্তার প্রতি প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গি (reflective outlook) পোষণ করেছিলেন। এর সঙ্গে ডারউইনের উন্মুক্ত নৈতিক বিজ্ঞানের প্রতিও তিনি সংবেদনশীল ছিলেন। নৈতিক ভাবাবেগের উৎস হিসেবে তিনি সহজাত ক্রিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত ও প্রবণতাজাত সামাজিকতা (যা মানুষ ও অমানব প্রাণি উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে) উভয়কে বিবেচনায় রেখেছেন। ক্রপোটকিন প্রকৃতিকে সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ, অন্যদিকে অমানব প্রাণি ও প্রজাতি এসবের মধ্যেই রয়েছে আর্ন্তজালিক সম্পর্ক। এই পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র ধরে বুকচিন চারটি বিধান আবিষ্কার করেছেন :

এক. প্রকৃতির একটি নিজস্বতা রয়েছে। এই নিজস্বতার আলোকে প্রকৃতি তার নিজস্ব গতি-প্রক্রিয়া পরিচালনা করে থাকে।

দুই. প্রকৃতির মতো সমাজও পারস্পরিকতা ও আন্তঃসম্পর্কের জালে আচরণ করে থাকে।

তিন. সমাজস্থ মানুষ পরিচালিত হয়ে থাকে প্রকৃতির বিধানে।

চার. সমাজের মানুষ যেভাবে আচরণ করে তার প্রতিফলন অমানব প্রাণির মধ্যেও লক্ষ করা যায়। আর প্রজাতি বৈশিষ্ট্যের স্বরূপে সামাজ তার নিজেকে প্রকাশ করে থাকে।

উপর্যুক্ত চারটি সূত্রের ভিত্তিতে তিনি ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন। ক্রপোটকিনের আগে ও তার সময়কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটেছে তার থেকে অর্জিত জ্ঞান ও প্রতিফলিত ধারণার আলোকে তিনি দেখিয়েছেন প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরের কোনো নিয়ম, সেটা হতে পারে স্বর্গীয় নিয়ম — প্রকৃত অর্থে তা কার্যকর নয়, সক্রিয় নয়। প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে। স্বর্গীয় নিয়ম বা অধিবিদ্যার নিয়ম এখানে কার্যকর নয়। তবে প্রাকৃতিক আবহ ও বিধানের সঙ্গে অধিকতর সংগতি লক্ষ করা যায় সামাজিক জীবনের বিধি ও শৃঙখলার সঙ্গে। ক্রপোটকিনের এই ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় নির্মাণবাদীদের (constructionist) ব্যাখ্যার সঙ্গে। তাঁদের ব্যাখ্যার সূত্র ধরে মারে বুকচিনও ‘ব্যক্তিসত্তা’ ও ‘সমাজ’ ধারণাকে বোঝার প্রয়াস পেয়েছেন। ক্রপোটকিন ও

নির্মাণবাদীরা 'প্রকৃতিকে' উল্লেখ করেছেন সমাজের 'জ্ঞানজমূলক আয়না' (cognitive mirror) হিসেবে। আয়নায় প্রতিবিম্ভ বস্তুকে যেমন হুবহু দেখা যায়, একইভাবে সমাজ ও ব্যক্তি যেসব বিধান মেনে চলে তা ঐ প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ করা যায়। অনেকটা আয়নার মতোই। এমনকী সমতা, ন্যায়পরতা ও স্বাধীনতার যে বিশ্বরূপটি আমরা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে লক্ষ করি তার পূর্ব-প্রতিফলিত রূপটি আমরা লক্ষ করি প্রকৃতির নিয়মে। সেই নিয়মই আমরা সমাজ জীবনে নানাভাবে, নানারূপে চর্চা করি মাত্র।

প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা প্রকৃতিকে দেখেছেন এক 'মুখোশ' হিসেবে। সবকিছুই ধরা পড়ে এই মুখোশে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত 'নিয়ম' ও 'আদর্শ' সবই প্রতিফলিত হয় সামাজিক জীবনে। ব্যক্তি যদি প্রকৃতি দেখতে পারার শিক্ষাটা পেয়ে যায়, প্রকৃতিকে পরিপূর্ণভাবে শিখতে পারে, তাহলে সে সামাজিক জীবনকেও বুঝতে বা শিখতে পারবে। তাহলে আমাদের পর্যবেক্ষণ জ্ঞান ও দেখার জ্ঞান যতো তীক্ষ্ম ও নিবিড়, প্রকৃতির নিহিতার্থ ততোই গভীর থেকে বোঝা বা জানা যাবে। তাহলে 'সংস্কৃতির' বিকাশ ঘটে কীভাবে? নির্মাণবাদীরা এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। পরিবেশবাদীদের মধ্যে একটি প্রচেষ্টা রয়েছে 'প্রকৃতি' ও 'সংস্কৃতিকে' মুখোমুখি দাঁড় করানোর মধ্যে। এরা উভয়েই যেন এক দ্বৈরথে রয়েছেন। পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান এই বিরোধ খোঁজাকে নির্মাণবাদীরা অর্থহীন ও অস্পষ্ট এক প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ উভয়ের মধ্যে বিভাজনের সীমারেখাটি কোথায় রয়েছে তা আমরা জানি না। অথবা 'প্রকৃতির' সঙ্গে 'মানব প্রকৃতির' সীমারেখাটিই-বা কোথায়, তাও আমাদের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলার অর্থই হলো তার কিছু জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সামর্থ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আসা। যেমন, মানুষের রয়েছে বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত নেবার সক্ষমতা, তার এই সক্ষমতার পাশাপাশি ভাষিক যোগাযোগ, পরস্পরের সঙ্গে মত বিনিময় করা, ভাব আদান প্রদান করার সামর্থ্যও রয়েছে। এসব আবার 'সংস্কৃতির'ও অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গ আমরা জীবজগতেও লক্ষ করি। যেকোনো প্রাণজসত্তার যে ভাষিক ও যোগাযোগ রক্ষা করার চরিত্র রয়েছে, একই চরিত্র আমরা লক্ষ করি প্রাণবন্ত সত্তার (living beings) মধ্যে। এর অর্থ হলো — প্রাকৃতিক জগত থেকে প্রাণবন্ত সত্তার জগত, সেখান থেকে মানবীয় জীবন ও সমাজজীবন সর্বত্র রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্কের জাল ও সাদৃশ্যনুমান। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজজীবন তথা ব্যক্তিজীবনে অনুপ্রবেশ করেই সাংস্কৃতিক পরিসর পায়।

প্রকৃতির এক অভিনব প্রকাশ হলো তার সংস্কৃতি। যেমন, মানুষের পোশাক-পরিচ্ছেদ, তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্য ও চাহিদা মেটানোর উপায় বাতলে দিতে গিয়ে আমরা নির্ভর করি সংস্কৃতির উপর। মানুষের চরম প্রয়োজন থেকে সামাজিক বাস্তবতার উপরের স্তরে রয়েছে এই সংস্কৃতির প্রভাব। সংস্কৃতি যেন এক আন্তর্জালিক

জালে গাঁথা। এই জাল এমন যে, কোনটা শেষ, আর কোনটা থেকে কোনটার বিকাশ তা বোঝা যায় না। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যদি প্রকৃতির প্রকাশ হয় সংস্কৃতি, তাহলে ধরে নিতে হবে সংস্কৃতি নানাভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে। এদের একটি পরিশীলিত অবস্থাই হলো অন্যটি। প্রকৃতির বিকাশমান, অব্যাহত সৃজনশীলতা হলো সংস্কৃতি। তাহলে পরিবেশবাদীদের অনেকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধ অবস্থা হিসেবে যে সংস্কৃতি ধারণাকে উল্লেখ করেন তা যথার্থ নয়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে যেমন সংস্কৃতিকে বোঝা যায় না, একইভাবে সংস্কৃতির আদি ও অনাদি উৎসস্থল হলো প্রকৃতি। প্রকৃতি ও সংস্কৃতি এক পারস্পরিক বিকাশের নাম। উভয়ের বিকাশকে বোঝা যেতে পারে পারস্পরিকতা ও আন্তঃজালিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বুকচিন প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে খোঁজে পেয়েছেন জৈবিক অনিবার্যতা (organic necessity)। এ অনিবার্যতা বলে দেয় সমাজের বিকাশে প্রকৃতির অপরিহার্যতার কথা। তাই সমাজ ও মানুষ থেকে প্রকৃতি আলাদা নয়। তাকে আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবেই বিবেচনায় রাখতে হবে।

দশ

প্রকৃতিতে 'মানুষ ও সমাজ' প্রসঙ্গে মারে বুকচিন

প্রথমেই বুকচিন ধরে নিয়েছেন মানুষ হলো প্রাকৃতিক-সম্প্রদায়েরই (ecological community) অংশ। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েরই একই নিয়ম [প্রাকৃতিক নিয়ম] ও বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়। বুকচিন মানুষকে দেখেছেন বিবর্তন প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, প্রকৃতিতে যেভাবে এই বিবর্তন হয়, মানুষের মধ্যেও তা একই নিয়মে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাঁর দর্শনের লক্ষ ছিলো মানুষের স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতাকে তিনি বিবেচনা করেছেন আত্মসচেতনতার অবস্থান থেকে। এই আত্মসচেতনের কারণে স্বীকার করতে হয় যে, মানুষ শুধু অনন্য সত্তা নয়, তার রয়েছে বিবর্তনের দীর্ঘ ধারায় হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্য, একইসঙ্গে দায়িত্ব পালন করবার সক্ষমতা। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যে এই যে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার শিক্ষাই বুকচিনের সামাজিক প্রতিবেশ এক ভিন্ন আঙ্গিক পেয়েছে। মানবীয় সত্তা ও নৈতিকতার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, প্রকৃতিরই এক প্রতিফলিত পরিস্থিতি হলো সমাজ। আবার ব্যক্তির নৈতিক আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাবে গড়ে উঠে। পারস্পরিকতা, মানুষ ও প্রকৃতির বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তিনি খোঁজে পেয়েছেন নৈতিকতার উৎস। মারে বুকচিন যেভাবে সামাজিক প্রতিবেশবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে কয়েকটা শিরোনামে দেখানো যেতে পারে:

এক. প্রাকৃতিক জগত থেকে মানব সমাজকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

দুই. সর্বপ্রকার প্রতিবেশগত সংকটের উৎস নিহিত রয়েছে আমাদের সামাজিক সমস্যাদির গভীরে। সমকালীন সামাজিক বিন্যাসের রূপরেখা ও এর

অবৌদ্ধিক আধিপত্যের ধারাকে না বোঝে প্রতিবেশগত সমস্যাদিকে কখনোই বোঝা সম্ভব নয়।

তিন. সামাজিক আধিপত্য, শোষণ ও নিপীড়ণের সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের শোষণ, নিপীড়ণ ও এর আধিপত্যের মিল রয়েছে। এজন্য তিনি জোর দিয়ে বলেন, ক্ষুধা, নিরাপত্তাহীনতা, শ্রেণি-শাসন, শ্রেণি-ক্রমধাপায়ন, আধিপত্য, পিতৃতান্ত্রিকতা, নৃগোষ্ঠীগত বৈষম্য ও প্রতিযোগিতা এসবই হলো মানবজাতির অধোগতি বা ক্রম অধো-ধাপায়নের ধারা। এ ধারার সঙ্গেই প্রতিবেশগত ধারার যুক্ততা রয়েছে।

নানা পরিপ্রেক্ষিত থেকে বুকচিন একটি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সকল সামাজিক সমস্যার উৎস প্রতিবেশগত — তিনি শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। উলটো তিনি মনে করেছেন, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ও শোষণের ভিত্তিই হলো ঐ সমাজে জিইয়ে থাকা মানব শোষণ ও নিপীড়ণের অস্তিত্বশীলতার স্মারক। প্রকৃতির ওপর মানব আধিপত্যের বর্ধিত দিক হলো সে সামাজিক জীবনেও মানুষের ওপর আধিপত্য বজায় রাখছে। সুতরাং, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য কখনোই শেষ হবে না, যদি না আমরা সামাজিক ও মানব জীবন থেকে ক্রমধাপায়ন, শোষণ ও আধিপত্য দূর করি। বিগত দিনের প্রতিবেশগত সমস্যা যদি দূর করতে চাই, তাহলে অবশ্যম্ভাবীভাবে আমাদের সমাজ ও মানবজাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এই অভিজ্ঞান থেকে বুকচিন সিদ্ধান্তে আসেন যে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে নতুন করে সামঞ্জস্য করতে চাইলে প্রতিবেশগত সমাজ নির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক প্রতিবেশবাদকে অবশ্যই প্রাকৃতিকীয় ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে হবে। সর্বোপরি, সামাজিক প্রতিবেশ ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা জাগিয়ে তোলার সক্ষমতা কেবল মানুষেরই রয়েছে। একমাত্র মানুষই পারে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত হয়ে মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ নির্মাণ করতে।

উপর্যুক্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে বুকচিন দেখান যে, আমুল পরিবেশবাদ কিংবা নিবিড় প্রতিবেশবাদসহ অন্যান্য মতবাদগুলোর কোনোটিই প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের এই অনুষঙ্গকে যথাযথভাবে ধরতে পারেনি। এজন্য মারে বুকচিন দাবি করেন, নিবিড় প্রতিবেশবাদ শুধু সামাজিকভাবে অনাগ্রহীই নয়, এ মতবাদ নিষ্ক্রিয়ও। এমনকী মানবীয় সংকটের প্রভূত কারণ ও উৎসকেও গুরুত্ব না দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক মূল্যের অভাবকে তারা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। কারণ অনুসন্ধানের এই উৎসটি যথার্থ নয়। কারণ প্রকৃতিকে বোঝার যে চিরায়ত অভ্যাস, তা আমাদেরকে প্রকৃতিকে চিনতে দেয় না, পরিবেশগত চেতনা নির্মাণে সহায়তা করে না। এজন্য প্রকৃতিকে বোঝার চিরায়ত এ ধারা থেকে বের হয়ে নতুন করে বুঝতে হবে।

উপর্যুক্ত ভাবনা তাঁকে সাহায্য করেছে সমাজের সঙ্গে পরিবেশের একটি আঙ্গিক তৈরি করতে। এর পূর্বে তিনি পরিবেশ সংকটকে বোঝার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন।

তাঁর মতে, সমকালীন পরিবেশ সংকটের উৎস প্রোথিত রয়েছে সামাজিক সমস্যার গভীরে। অর্থনৈতিক, নৃগোষ্ঠীগত, সাংস্কৃতিক ও লৈঙ্গিক বিরোধ হলো সামাজিক সমস্যার কয়েকটি রূপ। সামাজিক এসব রূপকে না বুঝে কখনোই পরিবেশ সংকটের পরিসরকে বোঝা যাবে না। এ বিবেচনাকে সামনে রেখে বুকচিন বার বার যে দাবিটি করতে চাচ্ছেন তা হলো — সামাজিক জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধান করার মাধ্যমেই আমরা প্রাকৃতিক পরিসরে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম (Bookchin, 1993: 354)। এ দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুকচিন আবিষ্কার করেন যে, পরিবেশগত সমস্যা অপরিহার্যভাবে সামাজিক ন্যায়পরতা ও রাজনৈতিক ইস্যুসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আর রাজনৈতিক সেইসব ইস্যুর কয়েকটি হলো — (১) পুঁজির মধ্যে রয়েছে সামাজিক বৈষম্যের উৎস, (২) সামাজিক ক্রম-ধাপায়ন ও শ্রেণি আধিপত্য তার কয়েকটি প্রকাশ। আমরা যদি ক্রম-ধাপায়িত মানসিকতা (hierarchical mentality) ধারণ করি তাহলে তা আমাদের সমাজকেও অধিকৃত করবে। এই অধিগ্রহণই শেষতক পরিবেশ-প্রকৃতিকে অধিগ্রহণে উৎসাহিত করবে (Bookchin, 1993 : 355), (৩)।

আমরা যদি আধিপত্যের ঐতিহাসিক উৎস উদঘাটনে যাই তাহলেও দেখব যে, মানুষ মানুষকে শোষণ করছে, সে অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে প্রকৃতিকে শোষণ করবার প্রবণতা। এ তত্ত্বেরই একটি সামাজিক ঐতিহাসিক পাঠ-পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন মারে বুকচিন তাঁর *The Ecology of Freedom* গ্রন্থে। এ গ্রন্থে তিনি দাবি করেন, মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য চালাবে, এ বিধি যেন মানব সংস্কৃতির এক সর্বজনীন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। অথচ আদিম কিংবা প্রি-লিটারেট সামাজিক বিশ্বাস ও বিন্যাসে প্রকৃতির উপর শোষণ ও আধিপত্যের ঘটনা পাওয়া যায় না। প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার অনুষঙ্গকে অস্বীকৃতি জানিয়ে মানুষ বের হয়ে এসেছে আদিম সমতাভিত্তিক সামাজিক বিন্যাসের ধারা থেকে। সামাজিক অসমতা ও শ্রেণি ক্রমধাপায়নের দিকে মানুষের অব্যাহত যাত্রা এগিয়ে চলছে। প্রাচীন জাতিভিত্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক সমাজের বিকাশের মধ্যে এর ধারাবাহিকতা বাজয় থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র নামক সামাজিক প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশ হয়। এখানে শুধু সামাজিক জীনের পরিবর্তন বা ভাঙ্গন হয়নি, বরং মানুষের মনোভাব, পরস্পরের প্রতি ভাবনাও পালটাতে থাকে। মানুষের প্রতি মানুষের ভাবনার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক জগতের প্রতিও মানুষের মনোভাবও পরির্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে দম পীড়ন করে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই আধিপত্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পাই অর্ডেনো ও হর্কহাইমারের (Adorno, 1997 [1944]) ভাবনায়। পরিবেশবাদের আমুল ধারার বিরুদ্ধে নতুন এক ক্ষেত্র নির্মাণে বুকচিনকে সাহায্য করেছে অর্ডেনো ও হর্কহাইমারের ক্রিটিক্যাল থিংকিং।

প্রকৃতি ও সমাজের এই যে মেলবন্ধন তা স্পষ্ট হয়েছে বুকচিনের সামাজিক প্রতিবেশবাদে। বুকচিন প্রস্তাবিত জৈব-সমাজের[১১] বিকাশ প্রসঙ্গে আলোকপাত করে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করতে পারি। তিনি জৈব-সমাজ ধারণার দুটি দিক থেকে দেখিয়েছেন : প্রথমটি হলো বিষয়গত পর্যায় (objective level), দ্বিতীয়টি বিষয়ীগত পর্যায় (subjective level)। বিষয়গত দিক থেকে দাবি করা হচ্ছে যে, জৈব সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি ক্রমশ ভাঙ্গতে থাকে, এই ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যায়টি নবতর পর্যায়ে কাজ করতে থাকে। অনেকটা পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যাকজতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে, কিংবা যোদ্ধা নির্ভর সমাজ বিকাশের সঙ্গে একে তুলনা করা যায়। বিকাশের এই পর্যায়সমূহই পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণি-সম্পর্ক, নগর সৃষ্টি ও রাষ্ট্র গঠন ও এর কাঁচামাল সরবরাহে সাহায্য করেছে। প্রতিবেশ ও সমাজের বিকাশ নিয়ে আলোচনায় বুকচিন এই বিকাশের একটি রৈখিক ধারা বিবরণী দিয়েছেন মাত্র। এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, প্রত্যেকটি প্রাচীন জৈব সমাজই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রারম্ভিক ক্রমধাপায়ন অতিক্রম করে সমতাবাদী কাঠামোয় অনুপ্রবেশ করেছে। এ পর্যায়ে ভিন্নতার মধ্যে এক ও ঐক্যের মাত্রায় প্রবেশ করে। শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজন, মানুষের বয়োবৃদ্ধির বিভাজন : তরুণ, যুবা ও বৃদ্ধ, যোদ্ধা গোষ্ঠীর বিকাশ, কিংবা উদ্বৃত্ত মূল্যের বিকাশ — এসবেরই বিকাশ ঘটেছে আদিম জৈব সমাজের ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে নতুন ধারায় অনুপ্রবেশ করার মাধ্যমে। বুকচিন সামাজিক বিকাশের জৈবিক দিক ভিন্নতার বহুমাত্রিক প্রকাশ এসবকিছুকে সামনে এনে সামাজিক ক্রমধাপায়নের উৎস খোঁজেছেন।

সামাজিক বিকাশের গতায়ত ধারায় শুধু সমাজের আকার ও সংখ্যার বিবর্তন ঘটছে। বিবর্তনের এই ধারায় নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধানও বাড়ছে, এসব যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষ ততোই গোত্র, গোষ্ঠী ও ট্রাইবে বিভক্ত হচ্ছে। এই বিভক্তির ফলেই সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হয়। ক্রমধাপায়নের প্রাথমিক পর্যায়ের তৃতীয় স্তরটি হলো তরুণ ও কম বয়সীরা যখন যুদ্ধে প্রভূত সাফল্য লাভ করে, এই সাফল্য তাদেরকে এনে দেয় সামাজিক সম্মান। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভূষিত হতে থাকে। ক্রমশ যোদ্ধা হয়ে ওঠে সমাজের বড় মানুষের মতোই। নাগরিক জীবনে গুরুত্বের সঙ্গে জায়গা করে নেয় এই বড় মানুষেরা, তারাই কার্যত সামাজিক এলিট। এই এলিট শ্রেণির লোকেরা ভাগ পেতে থাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার। বয়োবৃদ্ধ ও শামানদের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারায় সুযোগ সৃষ্টি হতে থাকে। এভাবে আদিম সামাজিক বিন্যাসে পরিপূরক অর্থনৈতিক কার্যক্রমও বিকাশ লাভ করে। স্থান করে নেয় লিঙ্গগত পার্থক্য।

---

১১. organic society

ক্ষমতা ও সামাজিক ভারসাম্যের ধারাটি পুরুষতান্ত্রিকতার মুখোমুখি হয়। তারাই সমাজে আধিপত্য পেতে থাকে (Bookchin, 1982 :78)।

বুকচিনের মতে, ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়ীগত বিবেচনাটি আরো বেশি মনোযোগের দাবি রাখে। শাসনের জ্ঞানতাত্ত্বিক উন্মেষের সঙ্গে তিনি বিষয়ীগত বিবেচনার তুলনা করেন। আদিম জৈব সামাজিক ধারা থেকে মানুষের বের হয়ে আসাই ছিলো পরিবেশবাদী ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ থেকে বের হয়ে আসার প্রাথমিক ধাপ। ঐতিহাসিকভাবে এ হলো জৈব সমাজের বিপর্যয়ের আরেকটি কারণ। এই পর্যায় সম্পর্কে বুকচিন বলছেন, পীড়ণমূলক সংবেদনশীলতা (repressive sensibility) ও মূল্যের বিষয়গত রূপায়নের মধ্য দিয়ে সামাজিক অভিজ্ঞতায় এমনসব বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছে যেখানে নির্দেশনা (কমাণ্ড) ও বাধ্যবাধকতা এসে জায়গা করে নিয়েছে। বিকাশের এই ধাপে এসে পিতৃতান্ত্রিকতা, শ্রেণি, আর প্রতিবেশ-বিরুদ্ধ সম্পর্ক ও মনোবিকারের যতোসব কৌশল রয়েছে তা স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে অপরাধ, স্বত্ব হারানোর ঘটনা, আর দমনমূলক বুদ্ধিবাদিতা। তাহলে সমাজের আদি সৌম্য ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে বিশৃঙ্খল একটা পরিসরে এসে উপনীত হয়েছে। বুকচিনের দাবি অনুসারে, একটা পর্যায়ে সমাজ শুধু তার ভারসাম্যই হারায়নি তার প্রাণবাদী সংবেদনশীলতা থেকেও সরে আসে। এই সরে আসার মধ্য দিয়ে সমাজ এক ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে প্রবেশ করে। সমাজ খুইয়ে ফেলে তার ঐক্য ও সংহতির ধারা, লোপ পায় যোগাযোগমূলক ও অংশগ্রহণমূলক সম্পর্কের ঐতিহ্য। এর ভেতর দিয়ে সমাজ ও মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিপন্ন ও বিকৃত যুক্তিবাদিতা (Bookchin, 1982 : 98-99)। সাধারণীকরণ ও বিভাজনের স্বরূপ ভেঙ্গে এখানে যা করা হয় তা হলো — "সমগ্রকে অর্জন করা না, বরং বিষয়গত ও বিয়য়ীগত বাস্তবতায় কীভাবে বহুমাত্রিকতা ও বিরুদ্ধ অবস্থা অর্জন করা যায় তার প্রয়াস চালানো" (Bookchin, 1982 : 98-99)। যদিও বুকচিন মনে করছেন, ব্যক্তির এক, অন্যান্যতা ও আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের অনুমতির জন্য চলমান সামাজিক পরিস্থিতিতে বিকাশের অনিবার্যতা শর্তকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাই বলে এটি সামাজকিভাবে এক বিস্ফোরক কাঠামোর সৃষ্টি করেছে, তা বলা যাবে না। তবে আত্মসত্তার বিকাশে সম্ভাবনা ও জ্ঞানতত্ত্বকে শিথিল করা হয়েছে, অথচ প্রভুত্ববাদিতা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ মূল্যকে অবহেলা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা লক্ষ করেছি বুকচিন তাঁর সামাজিক প্রতিবেশবাদে বেশ কয়েকটি ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন: প্রথমত, নৈতিক চিন্তা যা সামাজিক সমতা বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করে, দ্বিতীয়ত, সামাজিক চিন্তা, সমাজেই মানুষের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়, শেষতক হলো প্রতিবেশগত চিন্তা যা প্রতিবেশের আলোকে মানব সমাজকে বুঝতে সাহায্য করে। এ সবকয়টি ধারণাকে

বুকচিন একই সমতলে রেখে ভেবেছেন। এই ভাবনা নির্মাণে তিনি নির্মাণবাদীদের কৌশলই অবলম্বন করেছেন। বিশেষ করে ক্রপোটকিন মতপথের প্রতি তিনি ছিলেন অবিচল। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

বুকচিন বস্তুনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার একটি স্বরূপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। বস্তুনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত স্বাধীনতার (latent freedom) সন্ধান করেছেন। একই স্বাধীনতার স্বরূপ তিনি খোঁজে পেয়েছেন সমাজেও। তাহলে নতুন করে নীতিবিদ্যার নয়া এক রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে প্রতিবেশ নীতিবিদ্যায়। এই রূপরেখায় প্রকৃতির প্রতি সামাজিক দায়িত্ব, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কায়নের মধ্যে বিবর্তনের ধারা নতুন করে বিকশিত হয়েছে। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পারম্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ও অংশগ্রহণের একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে, যা প্রতিযোগিতা ও ক্রম-ধাপায়নের ঠিক উলটো। মারে বুকচিন যে প্রতিবেশ নীতিবিদ্যার কথা বলেছেন তা সমাজের সঙ্গে প্রতিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতিকে সমন্বিত করে নতুন এক নীতিদার্শনিক বয়ান আবিষ্কার করেছেন। এ বয়ানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির যে ফারাক রয়েছে তা গুছে যাবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যে দ্বৈত-বিভাজন রয়েছে তা নতুন করে পুর্নমূল্যায়ন করেছেন।

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যকার দ্বৈতবাদী সংকটের সমাধান করার জন্য বুকচিন যে অবস্থান নিয়েছেন তা অনেকটা হোয়াইটহেডের নিম্নোক্ত দার্শনিক অবস্থানের মতোই। হোয়াইটহেড বলছেন, সত্তাগত অবস্থার মধ্যে আমরা যে শৃঙ্খলা দেখি তার উৎসটি নিহিত রয়েছে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনার মধ্যে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা মনে করে থাকি যে, প্রত্যেক সত্তাগত অবস্থার রয়েছে 'বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা' (rational dimension)। যেকোনো উন্নয়ন ও বিকাশের পেছনে আমরা যে যৌক্তিকতা দাঁড় করাই তার পেছনে রয়েছে এই বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা। যৌক্তিকতার দাবিতে অজৈব অবস্থাকে আমরা জৈব অবস্থায় পরিণত করতে পারি। কারণ প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে একটি শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, যা জৈবিকতাকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। তাহলে জৈবিকতা হলো এমন এক শক্তি যা একটা কিছুকে অন্য কিছু থেকে আলাদা করতে পারে, কিংবা একটা কিছুকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারে। এই রূপান্তরের পেছনে বুদ্ধি ও যুক্তির ভূমিকাও রয়েছে। এমনকী মেটাবলিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর মধ্যে রয়েছে পার্থক্যসূচক গুণ ও সক্রিয়তা। এ আবার স্ব-ব্যবস্থা ও স্ব-পরিচালিত হবার সক্ষমতাকেও নির্দেশ করে। জৈবিকতার এই যে ক্ষমতা ও সামর্থ্য তাই এর মধ্যে স্নায়বিকতা ও হরমোনাল শক্তি সৃষ্টি করে (Weber, and Desmond, 2008)।

বুদ্ধি, যুক্তি ও সামাজিক বিকাশ এরা কেউই পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জৈবিক শক্তির অব্যাহত প্রবাহের মতোই মানুষের রুচি, যুক্তি, বুদ্ধি সমাজের বিকাশে অংশগ্রহণ

করে। এই অংশগ্রহণের প্রবৃত্তিই হলো সমাজের প্রবৃত্তি। তা বাদ দিয়ে যে সমাজের রূপকল্প ভাবা হবে তা হবে একান্তই বিচ্ছিন্নতা আড়ষ্ট ও মেকি সমাজের রূপরেখা। বুকচিন এই মেকি সমাজের বাহানা থেকে বের হয়ে জৈব সমাজের রূপরেখার প্রস্তাব করেছেন। বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ভাবনায় এ রুচিগত অভিযোজনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে প্রস্তাবিত জৈব সমাজের (organic societies) পার্থক্য রয়েছে। জৈব সমাজের জনগণ হলো প্রাক-শিক্ষিত ও শিকার নির্ভর জনগোষ্ঠীর সমাজ। এরকম একটি সমাজের রূপকল্পই হলো বুকচিনের প্রতিবেশগত সমাজ (ecological society)।

সমকালীন সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ও শৈল্পিক ধারার কোনো ক্ষতি না করে প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য অভিমুখীন হওয়াই এ সমাজের বৈশিষ্ট্য। তিনি জৈব সমাজ ধারণাটি ব্যবহার করেছেন এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝানোর জন্য যা স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous), যা দমন-পীড়নহীন (noncoercive), একই সঙ্গে সমতাবাদী। এটি এমন এক সমাজ যার উন্মেষ ঘটেছে মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব, সহানুভূতি, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও যত্ন-আত্মির ধারণা থেকে। এ সমাজ কোনো ইউটোপিয়া নয়। বরং এ হলো এক বাস্তব সমাজ যা "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" নীতিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। লিঙ্গ, বয়স ও বর্ণ ভেদাভেদহীনভাবে গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের প্রতি অন্যের সদস্যদের থাকবে শ্রদ্ধা ও সম্মান, আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটিও হবে এর ভিত্তিতে। পরিপূর্ণ অর্থে এ সমাজ হবে আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও শোষণমুক্ত। এরকম সমাজের রূপকল্পের অংশ হিসেবেই তিনি প্রাক-সভ্য সমাজের কথা বলেছেন। প্রাক-সভ্য জৈব সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো — প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভারসাম্য। যথার্থ অর্থে এ সমাজ হলো প্রতিবেশ সমাজ (eco-community)।

এরকম সমাজের ভিত্তি নির্মাণে বুকচিন আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বিস্তার লাভ করছে। অথচ প্রকৃতির ওপর মানুষের এই আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা মানব সংস্কৃতির সর্বজনীন ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত নয়। এ বিবেচনা ধরেই বুকচিন বলেন, প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা প্রাচীন নয়। কারণ আদিম প্রাক-শিক্ষিত (pre-educated) জনগোষ্ঠীর জ্ঞানের মধ্যে 'আধিপত্যের' ধারণা ছিলো না। প্রশ্ন হতে পারে তাহলে প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের ধারণার জন্ম নিয়েছে কীভাবে? এরকম প্রশ্নের জবাবে মারে বুকচিন বলছেন, সামাজিক উন্নয়নের ধারণা থেকে আধিপত্যবাদী মানসিকতার জন্ম। সামাজিক উন্নয়নের দোহাই দিয়ে মানুষের উপর মানুষ আধিপত্য বিস্তার করে আসছে হাজার বছর ধরে। সামাজিক জীবনে মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক সেই হারে প্রকৃতির উপর

মানুষের আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তার কারণ বুকচিন উদঘাটন করেছেন কয়েকটি অবস্থান থেকে:

এক. আদিম সমতাবাদী (primoridial egaliatirianism) সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে তার স্থলে অসম ক্রমধাপায়নের (inequal hierarchy) অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই ক্রমধাপায়ন অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ মানুষের উপর আধিপত্য চলমান রাখছে।

দুই. প্রাচীন সামাজিক বিন্যাসে যে kinship group ছিলো তা বিশৃঙ্খল হয়ে সামাজিক শ্রেণিতে (social class) পরিণত হবার কারণে।

তিন. নৃ-সামাজিক ব্যবস্থা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে নগরে পরিণত হবার মাধ্যমে। অথচ গ্রামীণ জীবন ছিলো প্রকৃতি ও এর অবারিত ফল ও ফসলের সমাহার।

চার. যখনই রাষ্ট্রের দায়িত্ব সামাজিক প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত হয়েছে, সে থেকে সমাজের শাসন কাঠামোও পালটে গিয়েছে। এই পালটে যাওয়া শাসন-কাঠামোই পরিণত হয়েছে শোষণের উৎস। এই বদলে যাবার মধ্য দিয়ে শুধু সামাজিক জীবনই বদলে যায়নি। বদলে গিয়েছে মানুষের : ক. পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও প্রেমের মনোভাব ও খ. মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি।

উল্লেখ্য যে, প্রথম বদলেছে মানুষের প্রতি মানুষের মনোভাব। এই মনোভাবে স্থান করে নিয়েছে আধিপত্য। এরই ফলাফল হলো নিপীড়ণ, বৈষম্য, ক্রম-ধাপায়ন। এই যে পরিবর্তন, কিংবা বদলে যাওয়া তার মারাত্মক অভিঘাত আমাদের মননে, ভাবনায় পরিণতিতে প্রকৃতির ওপর বর্তেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দুটি বিষয় বুঝে নিতে পারি :

এক. আদিম কৌম বা গোষ্ঠীভিত্তিক মানুষ, কিংবা প্রাক-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নগর জীবনের নাগরিকের পার্থক্য কোথায়? বুকচিন বলতে চাচ্ছেন যে, যৌক্তিক তৎপরতা (logical opreation), গুণগত পরিমাপকাঠি ও মূল্যবোধগত দিক থেকে নাগরিক সমাজের সঙ্গে কৌমভিত্তিক সমাজের মিল পাওয়া যায়। আদিম জনগণ বাস করতো গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নাগরিকরা কখনোই অর্থনৈতিক শ্রেণি, কিংবা রাজনৈতিক শ্রেণি হয়ে ওঠেনি। তাদের জীবন যাপন প্রক্রিয়া, সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও রুচিবোধ ছিল একেবারেই প্রাকৃতিক। তখনকার সমাজ ছিলো গোষ্ঠীনির্ভর, অর্থনীতি ছিলো সমতাভিত্তিক। অনন্যাতা বিশিষ্ট এই সমাজকে তিনি নাম দিয়েছেন 'জৈব সমাজ'। বুকচিন প্রস্তাবিত এই জৈব সমাজ হলো মার্কসীয় আদিম কৌমসমাজের অনুরূপ। কেন এ সমাজকে তিনি জৈব সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? বুকচিনের আলোচনা থেকে অন্তত দুটি কারণ জানা যায় :

ক. অভ্যন্তরীণ দিক থেকে এ সমাজে ছিলো সংহতিপূর্ণ ও পারস্পরিক নির্ভরশীল।

খ. মানব জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির ছিলো নিবিড় সম্পর্ক। এ সম্পর্ককে বাদ দিয়ে সমাজের কথা ভাবা যায় না।

দুই. প্রাচীন জৈব সামাজিক কাঠামোর পক্ষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো যে, এ সামাজিক জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো শ্রদ্ধামিশ্রিত। কৌলিণ্য (superiority) ও হীনম্মন্যতা (inferiority) তাদের জীবনবোধকে কলুষিত করে রাখেনি। এক বিশেষ অনন্যতা তাদের সামাজিক জীবনকে বেধে রেখেছিলো। সামাজিক জীবনে কোনো তুলনা ছিলো না। এ তুলনা না থাকার কারণে কে উৎকৃষ্ট, কিংবা নিকৃষ্ট এ প্রসঙ্গগুলো তাদের দৈনন্দিন শব্দভাণ্ডারে ছিলো না। অথচ আমাদের নগরভিত্তিক সামাজিক কাঠামোয় মূল্য অবধারণের প্রথম সোপানই হলো গুণাগুণ বিচারের পরিমাপকাঠি নির্মাণ করা।

আধুনিক সমাজের মূল্য-অবধারণার পাশাপাশি এর স্বশাসনের (autonomy) প্রসঙ্গে আসা যাক। এ সমাজে যেভাবে ব্যক্তিগত স্ব-শাসন থেকে সার্বভৌমত্বের বিকাশ ঘটেছে প্রাচীন জৈব সমাজে সেভাবে বিকশিত হয়নি। আদিম জৈব সমাজে শাসন ও সার্বভৌমত্ব কোনোটিই ক্রিয়াশীল ছিলো না। বরং তাদের জীবনাচরণে অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো। বিশেষ কিছু ভাবনা, মূল্য ও চেতনার সংমিলন ছিলো এ সমাজে। ঐক্য ও সংহতি আর সামাজিক জীবন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে বাধা ছিলো। এ সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো — স্বাতন্ত্র্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে ছিলো স্বাধীনতা ও সংহতি। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সঙ্গে কোনো বিরোধ ছিলো না। সবমিলিয়ে বুকচিন উল্লেখ করছেন, প্রাচীন জৈব সমাজের মানুষজনের মধ্যে এমন কিছু অনন্য মূল্য ও ব্যক্তিত্ব ছিলো যা সামাজিক সংহতি ও ঐক্য বজায় থাকার পক্ষে কাজ করেছে। প্রাচীন জৈব সমাজের দৃষ্টান্ত উদঘাটন করে তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক জীবনে অহরহ প্রচলিত সমতা ও স্বাধীনতার ধারণা তাদের জীবনে সক্রিয় ছিলো না। কারণ তারা জানতো না পরাধীনতা ও বৈষম্য কীভাবে হয়।

বুকচিন তাঁর দার্শনিক নির্মাণের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন নৃবিজ্ঞানী ডরোথি লি'র (Lee, Dorothy, 1959) মাঠ গবেষণা থেকে। ১৯৫৯ সালে লি তাঁর *Freedom and Culture গ্রন্থে* যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন বুকচিন তা থেকে উল্লেখ করেছেন, প্রাচীন সামাজিক জীবনে সমতা একটি সাধারণ ও নৈমিত্তিক বিষয় ছিলো। তাদের সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলো যে গণতান্ত্রিক রুচিবোধ তার একান্ত ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'সমতা' সংশ্লেষিত ছিলো। সামাজিক নিয়ম বা বিধি এ হিসেবে তারা 'সমতা'কে আরোপ করেনি। এমনকী সমতা অর্জনের জন্য তাদের আলাদা করে সময়

ও প্রয়াসের অপচয় করতে হয়নি। উপরন্তু ‘সমতা’ বলে কোনো ধারণা তাদের সামাজিক জীবনে বা অভিধানে অস্তিত্বশীল রাখতে হয়নি। লিঙ্গ ভেদাভেদে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও সংহতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় ছিলো না। যেকারণে সমতার জন্য আলাদা কোনো বিশ্বাস বা নীতি আরোপের প্রয়োজন তাদের সমাজে ছিলো না। একই কারণে আধিপত্য নিপীড়ণ তাদের সামাজিক জীবনে অস্তিত্বশীল ছিলো না।

জৈব সমাজের অসংখ্য দৃষ্টান্ত তিনি নৃবিদ্যক গবেষণা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছেন। প্রাপ্ত এসব তথ্যাদির আলোকে তিনি বলেন, এ সমাজের প্রথম ও প্রধান চরিত্রই হলো : প্রত্যেকের মাঝেই অংশগ্রহণের মানসিকতা রয়েছে। কেউ কাউকে নির্দেশনা প্রদান করে না, আদেশ বা কর্তৃত্বের বেড়াজালেও আটকায় না। বরং পরস্পরের প্রতি ছিলো নির্মোহ শ্রদ্ধা, নির্ভরশীলতা ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক। এ শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত থেকে বুকচিন সিদ্ধান্তে আসেন — প্রাচীন নৃ-গোষ্ঠী সমাজকে মনে করা হতো একটি ‘বর্ধিত পরিবার’ (extended family) হিসেবে। এই বর্ধিত পরিবার যেমন সংহতিতে ভরপুর, তেমনি রয়েছে ভারসাম্য ও সমতার সমাহার। সুতরাং এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সমাজই হতে পারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ।

আমরা লক্ষ করে দেখব যে, প্রাচীন জৈব সমাজে শুধু জনগণই বর্ধিত পরিবারের সদস্য ছিলো না, বরং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান, অমানব প্রাণিসহ সকল প্রাণবন্ত সত্তাকে সমাজের অংশ, ঠিক তাদের নিজেদের মতো করে ভাবা হতো। তারা মনে করতো মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। এখানে কে ঊর্ধ্বতন অবস্থা নিয়ে আছে, আর কেবা হীনতর অবস্থা নিয়ে আছে সে বিষয়ে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে কোনো স্থানই ছিলো না। আর তা ছিলো না বলেই কর্তৃত্ব বা আধিপত্য তাদের সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারেনি। প্রত্যেকের নিজেদের মতো করে ব্যক্তিগত সম্পদ ছিলো। তবে এসব সম্পদ কুক্ষিগত ছিলো না। বরং প্রত্যেকেরই অস্তিত্বের প্রয়োজনে এসব উপাদান ভোগ দখলের অধিকার ছিলো। এ সমাজে কেউ খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, গৃহাস্থলি এমনকী অন্য প্রয়োজনীয় কিছু পাবার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতা ছিলো না। কেউ প্রান্তিক জীবন যাপন করছে এরকম হলো তাকে মৃত্যু শাস্তির সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

তবে শ্রম বিভাজনের প্রশ্নে জৈব সমাজে লিঙ্গ বিভাজন ছিলো। তা থাকার পেছনে একটি যৌক্তিকতাও রয়েছে। তারা লক্ষ করেছেন নারীদের গর্ভধরাণ ও সন্তান লালন পালনের মতো কঠিন কাজ করতে হয়। এ কঠিন কাজটি তারা সম্পন্ন করতো বলেই তাদেরকে অন্যান্য জটিল ও কষ্টসাধ্য কাজ থেকে রেহাই দেয়া হতো। বরং বাড়ীর কাছে বাগান পরিচর্যা, গৃহাস্থলি কাজ, গৃহপালিত অমানব প্রাণী লালন পালনের ভারও তাদের উপর বর্তিয়েছে। আর পুরুষের উপর অপির্ত ছিলো শিকার ও গোত্র রক্ষার

দায়িত্ব। মা ছিলো গোত্র পরিচয়ের সাধারণ উৎস। তাই বলে এ সমাজ মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) ছিলো না। অন্তত দুটি কারণে বুকচিন এ দাবি করছেন :

এক. এ সমাজে নারীর প্রতি সম্মানজনক অবস্থান ছিলো। কিন্তু, সমাজ পরিচালনার জন্য পুরুষ বা নারী কারো আদেশ বা নির্দেশ কার্যকর ছিলো না।

দুই. এ সমাজে নারীকে [মা] কেন্দ্র করে সংহতি, গোষ্ঠীবদ্ধতা ও ঐক্য আবর্তিত ছিলো। এ বিবেচনায় প্রাচীন জৈব সমাজ ছিলো মাতৃকেন্দ্রিক (matricentric)। নারীকে কেন্দ্র করে এ সমাজ পরিচালিত হবার কারণ হলো — এ সমাজে নারীরা অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনে নির্মোহ ছিলো। গৃহাস্থলি, গৃহপালিত অমানব প্রাণী সবার প্রতি তাদের ছিলো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একাধিক প্রাচীন সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন বুকচিন। এর মধ্যে একটি হলো উইনটু নৃগোষ্ঠী। ডরোথি লি'র (Lee, 1959 [1944]) গবেষণার তথ্যাদি নিয়ে তিনি দেখান — এ নৃগোষ্ঠী সমাজের ভাষাশৈলি একান্তই নির্মোহ ও অবৈষম্যমূলক। আমাদের আধুনিক ভাষারীতি হলো নিপীড়ণমূলক, কখনো-বা বৈষম্যমূলক। কিন্তু, উইনটু ভাষাশৈলি ছিলো নিপীড়ণমুক্ত। এরকম কোনো শব্দ বা ভাষারীতি তাদের ছিলো না যা নিপীড়ণ ও সামাজিক অসমতার প্রতিনিধিত্ব করে। সহমর্মি, ভালোবাসা আর সহযোগিতা এই হলো তাদের জীবনাচরণ ও ভাষাশৈলির মূল বৈশিষ্ট্য। এ সমাজের কাঠামোগত ধারা সম্পর্কে নৃ-তাত্ত্বিক তথ্য হলো :

ক. তাদের সমাজে মা কখনোই দাবি করেন না যে, এ সন্তান একমাত্র আমারই। মা শুধু সন্তানের যত্ন-আত্মি করেন। উল্টো সমাজের সবাই এ সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খ. গোত্র প্রধান কখনোই শাসকে পরিণত হন না, তিনি কমান্ড বা আদেশ করেন না, বরং জনগণের ভাবনা বোঝে সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গ. তাদের সমাজে এরকম ভাষারীতি চালু নেই — "তুমি আমার বোন", "তুমি আমার সন্তান", কিংবা "তুমি আমার স্বামী"।

ঘ. তারা কখনোই বলে না যে, সবকিছুর মালিক আমি, ওমুক জিনিষের মালিক আমি। উলটো তারা বলেন যে, অমুক জিনিসের প্রতি আমার সমীহ আছে, আমি এটিকে শ্রদ্ধা করছি। যেমন, একজন শুধু এটুকু বলতে পারে যে, আমরা সম্পদের সঙ্গে আছি। কোনো কিছুর সঙ্গে আমি আছি। "আমার স্ত্রী নয়" বরং "আমি স্ত্রীর সঙ্গে আছি"। এই 'আছি' ধারণার মধ্যে ব্যক্তির পারম্পরিক শ্রদ্ধার (mutual respect) বোধটি সক্রিয় হয়। একইসঙ্গে ব্যক্তির মনোভাব ও ঐচ্ছিক প্রকাশভঙ্গি অন্যের প্রতি সমীহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এই শ্রদ্ধা প্রথমত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের অন্তর্নিহিত সংহতি সাধনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে মধ্যে অন্তর্নিহিত সংহতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা আমাদের সামাজিক জীবনেও রয়েছে। এরকম সমাজের দৃষ্টান্ত হিসেবে বুকচিন প্রাচীন হোপি নৃগোষ্ঠীর কথা বলেন। এ নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ডরকম বোঝাপড়া ও পারস্পরিকতা ছিলো। এই পারস্পরিকতা একদিকে যেমন সামাজিক সংহতির প্রতীক ছিলো, তেমনি নির্মোহ জীবনের প্রতি আকর্ষণকেও ইঙ্গিত করে। তারা খাদ্য, বসবাস, জীবন যাপন থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজ যুথবদ্ধভাবে সম্পন্ন করতো। এ সমাজে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আবাল বৃদ্ধ বণিতা, লিঙ্গ বর্ণ ভেদাভেদ ছিলো না। বরং, সবাই নির্বিশেষ অংশগ্রহণ করতো। নির্দিষ্ট বয়সসীমার সদস্যদের সঙ্গে সমাজের দায় দায়িত্ব নিয়ে ভাবনার অংশীদারিত্ব করতো। এই হোপি জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যখন প্রথম সাদা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশতে শুরু করে তখনই তারা জটিলতার মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে প্রতিযোগিতা, স্কোরিং, লেনদেন বা আদান প্রদানের কৌশল রীতি এসব নিয়ে তারা জটিলতার মুখোমুখি হয়। অথচ হোপি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে আন্তঃগোষ্ঠীগত সম্প্রীতি ও সংহতি। শৈশব থেকে শুরু করে জীবনভর এই সম্প্রীতি ও সংহতি তাদের জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। সদ্যজাত শিশুর জীবন শুরু হতো সর্বজনীন শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার নিদর্শন দিয়ে। নবজাতক শিশু সকল নারী সদস্যদের দুগ্ধ পানের অধিকার রাখতো। এর অর্থ হলো এ শিশু শুধু বিশেষ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়।

হিপো শিশুদের জন্মের পর পরই তাদেরকে জৈবিক মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হতো। এখানে তাই বলে শিশুদের অবহেলার শিকার হতে হয় না। বরং এক হাত থেকে সরে গিয়ে অসংখ্য মায়ের হাতে শিশুরা স্বস্তি ও প্রশান্তির সঙ্গে বেড়ে ওঠতো। এক মায়ের হাসির বদলে অসংখ্য মায়ের হাসি, এক মায়ের আদর যত্নের পরিবর্তে অসংখ্য মায়ের আদরপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে হিপো-সমাজের শিশুরা বেড়ে ওঠে। খাদ্যসেবনের ক্ষেত্রে এক অভিনব নিয়ম কাজ করে। জৈবিক মা ছাড়াও শিশুদের খাদ্য পিষ্ঠ [সহজ নরোম ও সহজপাচ্য] করার জন্য আশপাশের নারীরাও সাহায্য করে। এতে করে সকলের জৈবিক-রাসায়নিক অংশ শিশু গ্রহণ করার সুযোগ পায়। এই সুযোগের মধ্য দিয়ে শিশু সর্বজনীন জৈবিকতার অংশ হয়ে ওঠে। হিপোদের জীবনে এই যে অবিচ্ছিন্নতা, বাইরের জগতের খুশী, সহযোগিতা আর আনন্দের ভরপুর হয়ে যাবার গল্প প্রাকৃতিক জীবনের সহজ উচ্ছ্বাসকে সামনে নিয়ে আসে।

হিপোদের সামাজিক বিন্যাস ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণায় ডরোথি ইগানের নিরীক্ষাও বুকচিন (Bookchin, 1982) গ্রহণ করেছেন। দেখিয়েছেন দুগ্ধ পানের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি তাদের সামাজিক জীবনাচরণে এমন এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে বিশেষ মায়ের যত্ন-আত্মি থেকে শিশু মুক্ত হতে পারছে, একইভাবে “আমার সন্তান” এরকম অধিকৃত মানসিকতার চর্চা করতে জানছে না।

এখানে শিশুদের বেড়ে ওঠা, খাদ্য সেবন ও বেড়ে ওঠার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে স্বাধীনতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতার শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। এই যে, পারস্পরিক সম্পর্ক এর ভেতর শিশু খোঁজে পায় একধরনের আত্মতৃপ্তি। এই আত্মতৃপ্তি তাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তায় পরিণত করতে সাহায্য করে। হিপো শিশুরা বেড়ে উঠে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। হিপো শিশুরা শ্বেতাঙ্গদের হিসেবে-নিকেষের যে জীবনধারা তার সঙ্গে অভ্যস্ত নয়। অভ্যস্ত নয় বলেই তারা জানে না সংখ্যা গণনা, স্কেলিং, রেটিং বা তুলনা।

হিপোদের সামাজিক জীবন ও যাপনের মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, সহমর্মিতার শিক্ষা ও পারস্পরিকতা। সামাজিক জীবনের এই ঐক্য যে বোধ ও চেতনার জন্ম দেয় তা থেকে তারা পরিবেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতিও মনোনিবেশ করে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে জৈব সমাজের জনগণ প্রাকৃতিক শক্তিমত্তা ও সামর্থ্য দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলো। বিশেষ করে মানবসৃষ্ট প্রযুক্তির উপর নির্ভর করা অপেক্ষা তারা নিজস্ব শক্তিমত্তার ওপর নির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ হয়। নিজস্ব শক্তিমত্তার ওপর নির্ভর করার সুযোগ, পরস্পরের প্রতি জৈবিক সম্পর্কের নিবিড়তা তা হিপোদের আত্মবিশ্বাসী ও সামাজিক সংহতি সংরক্ষণে দৃঢ়চেতা করে তোলে। হিপোদের জীবন হলো পারস্পরিকতা, আন্তনির্ভরশীলতা (interdependences) ও মেলবন্ধনে ভরপুর। সেই তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের জীবন হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও নির্ভরশীল (independence)।

উইনটো ও হিপো কমিউনিটির জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে বুকচিন (Bookchin, 1982) খোঁজে পেয়েছেন বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী সংস্কার ও যাদু-বাস্তবতা। হিপোদের ভাষাশৈলি ও সেমান্টিকের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে স্বাধীনচেতা মনোভাব, আত্মনির্ভরশীলতা ও পীড়নহীন দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন, ‘আছে’, ‘আমার’, ‘দাও’, ‘নাও’ কিংবা ‘শাসন’ ও ‘শোষণ’ এ শব্দসমূহ এসব নৃগোষ্ঠী জীবন সংস্কৃতিতে নেই। উইনটো কমিউনিটির একজন মা শিশুর জন্ম দিতো ঠিকই, কিন্তু সে কখনোই দাবি করতো না যে, এই সন্তান তার। বরং তারা বলতো “মা তার সন্তানের সঙ্গে বাস করছেন।” আবার নৃগোষ্ঠীর একজন স্বামী কখনোই বলতো না তার স্ত্রী আছে, বরং বলতো “সে তার সঙ্গে বসবাস করছে”। উইনটো নৃগোষ্ঠীর একজন গোত্র প্রধান থাকেন, তবে গোত্র প্রধান কখনই শাসক নন, বরং তিনি জনগণের হয়ে কথা বলেন মাত্র।

হিপোদের এই ভাবনা, সংস্কার ও রীতিনীতি তা মূলত পরিবেশ-প্রকৃতির ওপর তাদের নির্ভররশীলতা ও সম্পর্কের ভিত্তিকেই ইঙ্গিত করে। একইসঙ্গে তাঁরা বিশ্বাস করতো যে, মানুষের নিকটতর হলো তার পরিবেশ, এই পরিবেশ এমন যে তা থেকে মানুষ তার নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না, এ যুক্তিযুক্ত অবস্থানটি মারে বুকচিনের সামাজিক প্রতিবেশবাদের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যুক্তিযুক্ত শর্তের মধ্যে রয়েছে পরস্পর নির্ভরশীলতা, সমভাবাপন্নতা (symboisis), গোষ্ঠীগত পারস্পরিক

নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব। তাদের জীবন যাপনে সহযোগিতা করা, সমভাবাপন্ন মনোভাব ধারণ করা একটি আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ও ছিলো। তাদের জীবন সংস্কৃতিতে লক্ষ করা যায় :

১. যেসব অমানব প্রাণী খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা,
২. আবহাওয়া জলবায়ুর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে সেরকম প্রাকৃতিক পরিবেশ, জৈবিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না।
৩. শস্যের উৎপাদন ও উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যও তারা প্রকৃতিমুখীন আচরণ ও জীবনচর্চায় ভূমিকা রাখতো।

সর্বোপরি এসব নৃগোষ্ঠী সমাজ সম্পর্কে বুকচিনের একটি বিশ্বাস ছিলো যে, তাদের জীবনাচরণ, অরণ্য সংস্কৃতি, ভূ-সম্প্রদায়ের সদস্য হবার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের একটি ভারসাম্য প্রকৃতির অংশ পরিণত করেছেন। এ সমাজ প্রাক-শিক্ষিত। তাদের জীবনাচরণে শ্রদ্ধামিশ্রিত মনোভাব স্পষ্ট। এ আবার ভয় ও আতঙ্ক থেকে আলাদা। তাদের সামাজিক জীবনে যে প্রারম্ভিকা রীতি রয়েছে, তা তাদেরকে সামাজিক জীবনের যান্ত্রিকতা অপেক্ষা প্রতিবেশবাদী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করেছে। সর্বোপরি উল্লিখিত নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির ধারায় বুকচিন খুঁজে পেয়েছেন — পারষ্পরিকতা, আন্তনির্ভরশীলতা (interdependences), মেলবন্ধনে ভরপুর প্রবণতা। সেই তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের জীবন হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও নির্ভরশীল (independence)।

এগার

সামাজিক শ্রেণি ও ক্রমোচ্চ ধাপায়ন

বুকচিন তাঁর সামাজিক প্রতিবেশবাদে সামাজিক শ্রেণি ও শ্রেণিগত ক্রমোচ্চ ধাপায়নের এক নতুন আঙ্গিক দিয়েছেন। এই আঙ্গিকের তিনি যে রূপরেখা দিয়েছেন তার একটি পর্যালোচনা লক্ষ করা যাক :

এক. সামাজিক শ্রেণি ও ক্রমোচ্চ ধাপায়ন

ষাটের দশকে ক্রমোচ্চ ধাপায়ন (hierarchy)[১২] ও কর্তৃত্ববাদী (domination) শব্দগুচ্ছ তেমন একটা ব্যবহৃত হতো না। তবে মার্কসাবাদীগণ শ্রেণি ও শ্রেণিচেতনা[১৩], শোষণ-

---

১২. Hierarchy ইংরেজি পরিভাষার বাংলা হিসেবে এখানে ক্রমোচ্চ ধাপায়ন শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

বঞ্চনা, চরম দারিদ্র্য, শ্রমের অন্যায্য ব্যবহারের পরিপূরক হিসেবে শ্রেণিচেতনা, নিপীড়ণ ধারণাসমূহ ব্যবহার করতেন। কট্টর নৈরাজ্যবাদীরা মনে করতেন — সকল দমন-পীড়নের সর্বব্যাপী উৎস হলো রাষ্ট্র। মার্কসীয় আমুল মতবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হলো সমাজের আদি পাপের উৎস হিসেবে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে প্রতি-সংস্কৃতি ও কর্তৃপক্ষ[১৪] ধারণাকে হর-হামেশা ব্যবহার করা হতো। এই ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বিন্যাস ও এর বিকাশ নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হতো। এমনকী এর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কী, নতুন সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বা তাৎপর্য কী তাও গুরুত্ব পেত না। এ যখন চিন্তার একদেশদর্শিতা, ঠিক সে মুহূর্তে মারে বুকচিন সমাজ ও শ্রেণি নিয়ে নতুন ভাবনা পরিবেশন করেছেন। এ পরিবেশনের লক্ষ্য ছিলো নয়া সমাজের একটি রূপরেখা প্রদান করা।

নয়া সমাজ ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিলো কীভাবে একটি সমাজ প্রতিবেশগত নীতির ওপর গড়ে উঠতে পারে তার রূপরেখা প্রদান করা। প্রাকৃতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ ও তার সামাজিক সম্পর্ককে কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়? এসব বিবেচনার সূত্র ধরেই তিনি বোধগম্য মানবমাত্রাকে বোঝার জন্য নতুন এক প্রাযুক্তিক বিকাশের কথা বলেছেন। এ ধরনের প্রযুক্তির লক্ষ্য হবে ক্ষুদ্র সৌরশক্তি, বায়ুচালিত শক্তি-ইঞ্জিন, জৈব-বাগান, ও বিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যই প্রয়োজন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র[১৫]। নগরায়নের বিকেন্দ্রীকরণ, স্বয়ংসম্পূর্ণতার উচ্চ পরিমাপকাঠি, আত্ম-ক্ষমতায়ন, যা সামাজিক জীবনের সম্প্রদায়গত কাঠামো হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। খুব সংক্ষেপে বলা যায় — সম্প্রদায়ের অ-কর্তৃত্ববাদী কমিউন হলো এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনাচরণের দৃষ্টান্ত।[১৬]

উপর্যুক্ত প্রসঙ্গ নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়েছিলো : সমাজের জনগোষ্ঠীর কোন্ অংশটি অন্য জনগোষ্ঠীর ঐক্য, সমন্বয় আমুল চিন্তাকে ভেঙ্গে ফেলতে প্রবৃদ্ধ করে? জনগণের বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি হিসেবে পরিচিত সৌর ও বায়ু প্রযুক্তি অথবা জৈব-কৃষি সংস্কৃতির অনুশীলনের দৃষ্টান্ত ছাড়া চটকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কদর বাড়ছে। একদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে চটকদারিত্ব, খণ্ডিকরণ ও বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিকে সমন্বয় ও সংহতির দর্শন ঝিমিয়ে পড়ছে। বুকচিন দ্বিতীয়টিকে উত্থিত করার প্রয়াস নিয়েছেন।

১৩. Class, class consciousness

১৪. Question Authority

১৫. Direct democracy

১৬. Non-authoritarian Commune

সমকালীন নগরায়নের রূপকল্প দিয়ে আমাদের এ ভাবনার দেউলিয়াত্বকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন বুকচিন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো — শহর পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রীকরণ স্থান পেয়েছে, তবে এ হলো একান্তই কমিউনিটি ডিজাইনের এক সুবিধাজনক ও সুচতুর কৌশল। অথচ বিকল্প প্রযুক্তি দিনকে দিন সংকীর্ণ জ্ঞানশাখায় পরিণত হচ্ছে। কিংবা, একেবারে বিদ্যায়তনিক ও নবসৃষ্ট ট্যাকনোক্র্যাট ধারণার মধ্যে সীমায়িত হয়ে পড়েছে। সবমিলিয়ে এসব তত্ত্ব ও আদর্শ সমাজের সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ ও সামাজিক প্রতিবেশ সম্পর্কিত আমুল মতবাদ থেকে অনেক দূরে।

দুই. ক্রম-ধাপায়নের উন্মেষ ও শিথিলকরণ

আমাদের বহুল ব্যবহৃত শব্দ, শ্রেণি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রম-ধাপায়নের সবল বৈপরীত্য রয়েছে। কিন্তু, এ ধারণাটির উদ্দেশ্যহীন, যত্রতত্র ব্যবহার ও মামুলি সাধারণীকরণের বিপদও রয়েছে। রাষ্ট্র, শ্রেণি ও ক্রমধাপায়ন এসব শব্দসমূহ অভিন্নভাবে ব্যবহার করার অর্থ হলো প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া ও জনগণের মধ্যে একটি অস্পষ্টতা সৃষ্টি করা। অনেক সময়ই শ্রেণিহীন বা উদার সমাজ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে আমরা সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চলছি। বুকচিন বলছেন আদতে আমরা এ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ক্রমধাপায়ন করছি। ক্রমধাপায়নের মধ্যে যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ক্রমধাপায়ন সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হবার কথা তা কখনোই ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। শ্রেণি সম্পর্ককে ভারাসাম্য স্থাপন করে অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক পীড়ন বিযুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপরেখা দিতে চেয়েছেন বুকচিন। পালটে দিতে চেয়েছেন ক্রমধাপায়নের প্রচলিত অর্থের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্থটি তিনি।

ক্রমধাপায়ন ধারণা দ্বারা বুকচিন বোঝাতে চেয়েছেন, বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনার সাংস্কৃতিক, প্রথাগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে। এটি শুধু শ্রেণি ও রাষ্ট্রের ধারণাকে নির্দেশ করে না, যা একাধারে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বোঝাবে। আমরা প্রথাগতভাবে যে সমাজকে বলছি শ্রেণিহীন, কিংবা যে রাষ্ট্রকে দাবি করছি রাষ্ট্রহীন, অথবা শ্রেণিচেতনাহীন, সেখানেও রয়েছে কিন্তু ক্রমধাপায়ন ও আধিপত্য (কর্তৃত্বপরায়ণতা)। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, প্রচলিত শব্দ ব্যবহারে, সংস্কৃতি তথা সামাজিক আচরণে এই ক্রমধাপায়ন ও আধিপত্য নানা স্বরূপে ও কৌশলে বিরাজমান রয়েছে। যেমনটি আমরা লক্ষ করি তরুণ সাপেক্ষে বৃদ্ধদের, পুরুষ সাপেক্ষে নারীর, নৃগোষ্ঠীর তুলনায় মুল ভূ-খণ্ডের মানুষ, জনগণের তুলনায় আমলা — এই তুলনায় সবাই সবাই থেকে আলাদা। আলাদা এ সম্পর্কে কেউই একই সমতলে নেই, বরং কারো অবস্থান উপরে, কারো-বা নিচে, হীন অবস্থায়। ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্য ও দর্শন সর্বত্র রয়েছে উঁচুনীচু ও ভেদাভেদ, এদের মধ্যকার সম্পর্ক হলো

দ্বৈত-বিরোধিতার (binary opposition) সম্পর্ক। উক্ত জোড়ে বৃদ্ধ, পুরুষ, মূল-বাসিন্দা, ব্যুরোক্র্যাট, গ্রামের তুলনায় শহর তারা সবাই সমাজের স্বার্থে উচুঁস্তরে স্থান পাবার বাসনা রাখেন। এই ক্রমধাপায়নের আরো বিস্তৃত পরিসর রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক, বুদ্ধিমত্তার তুলনায় স্পিরিট, একইভাবে সমাজ ও প্রযুক্তির তুলনায় প্রকৃতি। এসব তুলনা করলে বলতেই হবে যে, শ্রেণিহীন সমাজ না হোক ক্রমধাপায়ন সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে। এরকম ক্রমধাপায়নের মধ্যে আমরা যারা বসবাস করছি তারা পরিপূর্ণ অর্থে না পারছি স্বাধীনতার আস্বাদন নিতে, না পারছি আমাদের জীবন যাপনের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে। স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ তখনই সম্ভব, যখন চিরায়ত ভাবনার স্থলে নয়া সমাজ ভাবনার রূপরেখা প্রণয়নে আমরা প্রতিবেশ সমাজবাদকে বুঝতে চেষ্টা করছি।

বার

উপসংহার

বুকচিন তাঁর বিভিন্ন লেখায় দেখাতে চেয়েছেন যে, সামাজিক বিবর্তন মূলত প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারণা থেকেই উদ্ভূত। জীবনের বিবর্তনকে তিনি উল্লেখ করেছেন 'প্রথম প্রকৃতি' হিসেবে, আর সামাজিক বিবর্তনকে দেখিয়েছেন 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' হিসেবে। মানুষ হলো জগত-প্রকৃতির মধ্যে থাকা শৃঙ্খলার উপজাত। এই অভিসন্দর্ভের উপর নির্ভর করে তিনি বলছেন, মানবীয় সামাজিক সম্পর্কের শর্তটি প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রশ্ন হলো — সামাজিক বিবর্তনকে কেন তিনি প্রাকৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সমন্বিত করে বুঝেছেন? বুকচিনের বক্তব্য হলো — মানুষের যে জ্ঞানিক সামর্থ্য তার বিকাশও প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মেই হয়ে থাকে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিবর্তনের এই সম্পর্ক ব্যতিরেকে আরো বেশ কিছু বিষয়ে বুকচিন মতামত দিয়েছেন। সামাজিক জীবনের বিবর্তনের উৎস যার সম্ভাবনা ও প্রবণতা প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্যে অন্তর্নিহিত তার মধ্যে আবার প্রোথিত রয়েছে স্বাধীনতার বীজও। এ স্বাধীনতা শুধু পছন্দ নির্মাণের ভিত্তি নয়, এর মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ সামাজিক পটভূমিকা যা বৈচিত্র্য ও সামগ্রিকতার (diversity & collectivity) সৃজন করে থাকে।

সামাজিক বিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রভাবাধীন যে ব্যাখ্যা বুকচিন আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা খুবই বেমানান। এ অনেকটা স্টিফেন জে গুডের সংশয়বাদী ব্যাখ্যার মতোই। সামাজিক বিবর্তনের যে সম্ভাবনা তিনি প্রাকৃতিক বিবর্তনে অনুসন্ধান করেছেন এ ভাবনা পর্যন্ত বুকচিনের চিন্তা যথার্থ। কিন্তু তা থেকে বৈধভাবে নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পটভূমিকা খুঁজতে চাওয়াতে তিনি সমস্যা পাকিয়েছেন। কারণ বুকচিন কোথাও দাবি করতে পারবেন না যে, বিবর্তনের যে গল্প তা শেষতক ভালো কিংবা মন্দ। বুকচিন সামাজিক সংস্কারের সমকালীন ধারা ও ব্যাখ্যাকে ত্রুটিপূর্ণ

আখ্যায়িত করেছেন। এসব সামাজিক সংস্কার বিগত অনেক ঘটনা প্রবাহ (state of affairs) থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন বাঁক নিয়ে তা একটি আদর্শনিষ্ঠ স্বরূপ পেয়েছে। আমরা যদি বুকচিনকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রাকৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে আমাদের আদর্শনিষ্ঠ ধারণা, যেমন, স্বাধীনতা, অধিকার, ন্যায়পরতা, শুভ ইত্যাদিকে সম্পর্কিত করেছেন, কোথাওবা এদেরকে অনুসৃতির সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন।

বুকচিন প্রতিবেশ সম্পর্কিত ধারণা নির্মাণের মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণেরও স্বপ্ন দেখেছেন। এই লক্ষ্যে তিনি জীববৈজ্ঞানিক প্রতিবেশবাদের দুটি ধরনকে সমালোচনা করেছে : প্রথমত, ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে। বিশেষ করে এ তত্ত্বে যে প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন নীতির কথা বলা হয় বুকচিন তার সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নিবিড় প্রতিবেশবাদে লক্ষ করেছেন সমাজ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিবেশবাদী চেতনা নির্মাণের এক অধি-বয়ান। এই বয়ানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে অনুষঙ্গ করে আমরা যদি আমাদের সামাজিক জীবনকে বিন্যস্ত করতে পারি তবেই সামাজিক জীবনে অতিরিক্ত উৎপাদন ও ভোগ কার্যকর করে থাকে। প্রকৃতি আমাদের যুক্তিসঙ্গত চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করে নেবে। এ ভাবনা নির্মাণে তিনি দর্শন, নৃ-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও পরিবেশবাদের বিভিন্ন ধারণাগত উপকরণকে তাঁর নয়া সমাজভাবনার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে মারে বুকচিন সামাজিক প্রতিবেশবাদের সৌধ নির্মাণ করেছেন।

তথ্যপঞ্জি

Anderson, Thornston, 1963. *Masters of Russian Marxism*, New York : Appleton-Century Croftls.

Adorno, Theodore W., & Horkheimer, Max, 1997 [1944]. *Dialectic of Enlightenment*, London: Verso.

Bernstein, Eduard, 1961. *Evolutionary Socialism*, New York: Schocken Books.

Biehl, J., 1997. *The Murray Bookchin Reader*. London: Cassell.

Biehl, Janet, 2014. *Ecology or Catastrophe: The Life of Murray Bookchin*, Oxford University Press.

Bookchin, M., 1970. *Ecology and Revolutionary Thought*, New York: Times Change Press.

Bookchin, Murray, 1971 (a). *Post-Scarcity Anarchism*, Quebec, Canada : Black Rose Books.

Bookchin, M., 1971 (b). “Listen Marxist!” In M. Bookchin, *Post-scarcity anarchism*. Berkeley, CA: Ramparts Press.

Bookchin, M., 1980 (a). “Marxism as Bourgeois Sociology”, In M. Bookchin, *Towards an Ecological Society*. Montreal, Canada: Black Rose.

Bookchin, M., 1980 (b). On neo Marxism, Bureaucracy and the Body Politic. In M. Bookchin, *Towards an Ecological Society*. Montreal, Canada: Black Rose.

Bookchin, Murray, 1989 (c), *Toward an Ecological Society,* NY : Black Rose Books.

Bookchin, Murray, 1982. *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy, US :* Cheshire Books.

Bookchin, Murray, 1987. “Social Ecology Versus Deep Ecology: A Challenge for the Ecology Movement”, The Anarchist Library.

Bookchin, Murray, 1993. "What is Social Ecology" in Zimmerman, Michael, ed. *Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology*, Englwood Cliffs, N J : Prentice Hal l .

Bookchin, M.,1999. *Anarchism, Marxism and the future of the left*. Edinburgh, Scotland : AK Press.

Bradley, Ian C.,1978 . *William Morris and his World,* London: Thames and Hudson.

Cicero, Marcus Tullius. 1971 [BCE 69]. *On the Good Life*. Translated and introduced by Michael Grant. Harmondsworth, U.K.: Penguin Books.

Cicero, Marcus Tullius. 1967 [BCE 69]. *On Moral Obligation*. Translated and introduced by John Higginbotham. Berkeley: University of California Press, 1967.

Crocker, Lester G., 1984. "Diderot as Political Philosopher." *Revue Internationale de Philosophie* 38: 120–139.

Diderot, 1916. *Diderot's Early Philosophical Works.* Translated and edited by Margaret Jourdain. Chicago and London: Open Court.

Elton, Charles S., 2000 [1958]. *The Ecology of Invasions,* Chicago: University of Chicago Press.

Elton, Charles S., 2001 [1927]. *Animal Ecology*, Sidgwick and Jackson, London.

Ehrenfeld, David, 1978. *The Arrogance of Humanism,* NY : The Modern Library.

Goldman, Emma. 1969. *Anarchism and Other Essays*. New York: Dover Publication, Inc.

Glassgold, Peter. 2001. *Anarchy! An Anthology of Emma Goldman’s Mother Earth*, Berkley: Counterpoint.

Gutkind, Erwin Anton, 1954. *Community and Environment: A Discourse on Social Ecology,* New York: Philosophical Library.

Hyams, Edward, 1976. *Soil and Civilization,* London: Harper Collins.

Kropotkin, Petr Alekseevich. 1968. *Ethics ; Origin and Development. Authorized Translation from the Russian by Louis S. Friedland and Joseph R. Piroshnikoff*. New York: B. Blom.

Kropotkin, Pëtr Alekseevič, and Iain McKay. 2014. *Direct Struggle against Capital: A Peter Kropotkin Anthology*. Oakland, CA: AK Press.

Kropotkin, P.,1922. *Ethics, Origin and Development,* Prism Press/Unwin Brothers Ltd. (the first edition in Bulgarian, Spanish and Russian, was published in 1922).

Kropotkin, Peter, 2002 [1924]. *Ethics: Origin and Development,* NY : University Press of the Pacific.

Lee, Dorothy, 1959 [1944]. *Freedom and Culture,* NY : Spectrum.

Linden, Marcel Van der, (2001). "The Prehistory of Post-Scarcity Anarchism", *International Institute of Social History* , The Netherlands, 127-145.

Marx & Engels,1976 (1888). *Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy*, Foreign Languages Press, Peking.

Marx, Karl, 1992 [1844]. Economic and Philosophical Manuscripts, *in Early Writings*. Translated by Livingstone, Rodney; Benton, Gregory. London: Penguin Classics.

Marx, Karl, [1845] , *The German Ideology*, ed by Simon, Lawrence , London : Hackett Publishing Company, Inc.

Marx, K., & Engles, F., 1969 [1848], *Manifesto of the Communist Party* in Marx*/Engels Selected Works,* Vol. One, Moscow : Progress Publishers.

Marx K and Engels F (1998 [1846]). *The German Ideology* , in R C Tucker (ed). New York: Prometheus.

Morris, W. 1979 [1887]. The society of the future. In A. L. Morton (Ed.), *Political Writings of William Morris* (pp. 188–203). New York: International Publishers.

Naess, Arne. 1973. ''The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary.'' Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences, 16: 95–100.

Naess, Arne. 1986. ''The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects.'' Philosophical Inquiry 8: 10–31.

Næss, Arne, 1989 [1976]. Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy. Translated by David Rothenberg. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.

Paul & P.G., 1947. *Communitas: Means of Livelihood and Ways of Life,* Chicago : University of Chicago Press.

Sessions, George, 1995. *Deep Ecology for the Twenty-First Century: Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism,* US : Shambhala; 1st edition.

Sismondi. Simonde de, 1991 [1819]. *New Principles of Political Economy: Of Wealth in Its Relation to Population*. By J.-C.-L. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Stepelevich, Lawrence, 1985. ‘‘Max Stirner As Hegelian.’’ *Journal of the History of Ideas,* 46:4, 597–614;

Stepelevich, Lawrence, 1978. ‘‘Max Stirner and Ludwig Feuerbach.’’ *Journal of the History of Ideas* 39:3 (1978) 451–463.

Stirner, Max. 2000 [1845]. The Ego and its Own, Cambridge: Cambridge University Press.

Thwaites, Reuben Gold, 1902. *Daniel Boone,* D. London : Appleton and Company.

Trotsky, L. 1969 [1931]. ‘‘The Permanent Revolution,’’ in L. Trotsky (ed.), *The Permanent Revolution & Results and Prospects*, Pathfinder, New York.

Weber, Michel and Desmond, Will (Eds.), 2008. *Handbook of Whiteheadian Process Thought* , Volume 1, Franfurt : ontos verlag.

Zander, Ernst (Josef Weber), 1950. *The Great Utopia* : *Contemporary Issues,* Vol. 2, No. 5, New York:, 7.